সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি

কিরীটি মাহাত

সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি

কথামুখ

কুড়মালি ভাষা গবেষণা ও চর্চা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বহু মানুষের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। এই সকল প্রশ্নের সার কথা হল আমাদের এই চিন্তা ও গবেষণা নাকি ব্যাকডেটেড এবং এর জন্য সময় ব্যয় ভূতের বেগার খাটার সামিল— এছাড়াও আমরা কুড়মি এবং কুড়মালি ভাষাভাষি মানুষকে ৫০০ বছর পিছনে নিয়ে যাচ্ছি।

হ্যাঁ তাদের কথার সূত্র ধরেই বলতে হচ্ছে- ৫০০ বা পাঁচ হাজার বছর নয় কুড়মালি ভাষার গবেষণাকে আমরা দশ হাজার বছর পিছনে নিয়ে যেতে চাই যেখান থেকে একদিন মানব সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। পরিতাপের বিষয় দশ হাজার বছরের স্মৃতি আজ তারা বিস্মৃত। আমাদের অনুসন্ধান এই স্মৃতির সূত্রের সংযোগ। তেমন ব্যাকডেটেড চিন্তা কি জাতি ও দেশের পক্ষে কল্যানপ্রদ নয়? দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছি কুড়মালি যে দশহাজার বছর প্রাচীন একটি ভাষা গবেষণায় তা ক্রমশঃ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষার সমস্ত লক্ষন কুড়মালিতে বর্তমান এবং যা সুদুর আমুদরিয়া সিরদরিয়া থেকে সিন্ধু সরস্বতীর জনপদে জনপদে এই ভাষার শব্দ, স্মৃতি, বাকরূপগুলি আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের একটি জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের সাক্ষাৎকারে আমি সিন্ধুর ভাষার সঙ্গে কুড়মালির সম্পর্কের বিষয়টি উত্থাপন করি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতেই বহু মানুষের প্রশ্ন ছিল এর বাস্তব ভিত্তি কি? স্বীকার করে নিচ্ছি লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমার ক্ষেত্রেও এটি Hypothesis অর্থাৎ অনুমান বা ধারণা মাত্র।

তবে নানা প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ যে সকল ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ও চিহ্ন গুলি আমার ভাবনার ভিত্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারই কিছু দিক নিয়ে তড়িঘড়ি "সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি" নামে একটি প্রবন্ধ লিখি যা অনন্ত কেসরিআর সম্পাদিত কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক 'জাহলি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি বহু বিশিষ্ট ও বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষন করে ও প্রশংসা

লাভ করে। অনেকে আমাকে গবেষণা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন। প্রকাশ থাকে সে কাজ যথারীতি চলছে।

আনন্দের বিষয় এর মধ্যে ঝাড়গ্রাম থেকে 'কুড়মি -কুড়মালি' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে যার সম্পাদনা করেছেন মাননীয় ডাঃ মনোরঞ্জন মাহাত, উক্ত গ্রন্থেও এই প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে। তাঁকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। বর্তমান পুস্তিকাটি, সিন্ধু সভ্যতা ও কুড়মালি ভাষা নিয়ে আমার এই পর্যন্ত ভাবনার প্রতিলিপি বলা যায়। কুড়মালি ভাষা নিয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করছেন তাদের কাছে আমার চিন্তা ও বার্তা পৌঁছে দেওয়ায় এই পুস্তিকার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না, যদি না, আমার প্রীতিভাজন নৃপেন মাহাত পুস্তিকাটির প্রকাশের দায়িত্ব না নিতেন। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ থাকলাম পুস্তিকাটির বর্ন-সংস্থাপন থেকে শুরু করে ছাপানোর কাজে যারা সাহায্য করেছেন তারা হলেন সাধন মাহাত, ললিত মাহাত ও বুদ্ধেশ্বর মাহাত। পুস্তিকাটি কুড়মালি উৎসাহি পাঠক, গবেষক এবং ভাষাদরদি মানুষদের সামান্যতম কাজে লাগলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব। জহার।

কিরীটি মাহাত

বাঁদনা,২০১৪
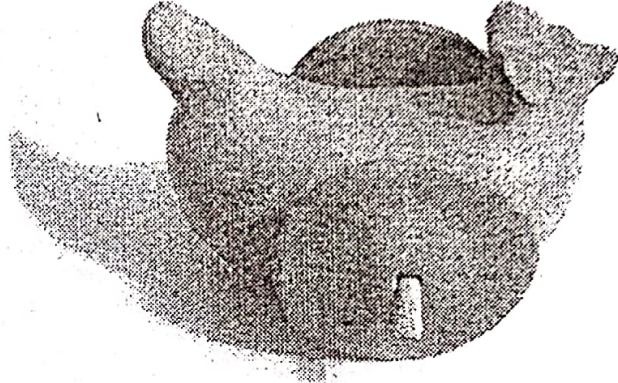
পৃথিবীর পাঁচটি সভ্যতা-সংস্কৃতির একটির জন্ম ভারতবর্ষে। ঐতিহাসিকগন যাকে সিন্ধুঘাটি সভ্যতা, হরপ্পা-মহেঞ্জদর সভ্যতা অথবা সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা বলে অভিহীত করেছেন। পৃথিবী বিখ্যাত প্রত্নবিজ্ঞানী জি.এল. পসেলের মতে, চীন,সুমের,মিশরের প্রাচীন সভ্যতা সমূহের তুলনায় সিন্ধু সভ্যতা নানা দিক থেকেই অনেক উন্নত ছিল। ভারতবাসীর কাছে তা অবশ্যই গৌরবের। কেবলমাত্র রাজনৈতিক নয়-ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্ভব, ইতিহাসের সূচনা এবং ভিত্তিটিই হলো এই সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা। বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের বুকে ঘটেছিন নানা জাতি, জনগোষ্ঠী তথা নানা ভাষাভাষি মানুষের মহামিছিল ও শোভাযাত্রা। বহু জাতি, বহু ভাষা ও সভ্যতা সংস্কৃতির পাশাপাশি অবস্থান ও সম্মিলিত রুপ ভারতবর্ষে এক বৈচিত্রময় জটিল ও সমৃদ্ধ সভ্যতা সংস্কৃতির জন্ম দেয়। কবির ভাষায় কেবলমাত্র-"শক হুন দল পাঠান মোঘলেই" নয়-শত শত প্রাচীন জনজাতি, জনগোষ্ঠী ও তাদের বিচিত্র বর্ণময় জীবনচর্যার কথা স্মরণ করেই এই দেশকে বলা হয়েছে "Fragment of pre-historic world"। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় পৃথিবীর তাবৎ প্রাচীন লিপি,লেখ, পুঁথি ও ভাষার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হলেও সিন্ধুলিপি আজও পাঠ করা সম্ভব হয়নি। লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব না হওয়ায় এই সভ্যতা আজও আমাদের কাছে অনেকটাই রহস্যাবৃত থেকে গেছে। সিন্ধু সম্মন্ধে সকল প্রশ্নের উত্তর আজও সমাধান করা সম্ভব হয়নি। তাই বলা যায়, ভারতবর্ষের ইতিহাস আজও অসম্পূর্ণ, আংশিক, খন্ডিত, কিছুটা ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

সিন্ধু সভ্যতার স্বরুপের সন্ধানে ব্যর্থ পন্ডিত গন বর্তমানে এক নতুন দিক ও সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করছেন যা হলো-ভারতের প্রাচীন আদিবাসী মানুষ এবং জনজাতি ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এর সম্পর্কের দিকটি। যেমন "বাঙ্গালীর ইতিহাস" গ্রন্থের লেখক নীহার রঞ্জন রায় দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন-"হরপ্পা হলো নিগ্রোবটু, নিষাদ, অসুর , রাক্ষস, দ্রাবিড়, কুটুম্বিয়ান জাতি গুলি সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্ঠা।" কারও কারও অভিমত সুমেরীয় ও সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্টি কারীরা সম্ভবত দ্রাবিড় ভাষাভাষি। স্বভাবতই দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক জন জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতি বিশেষ করে কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এর অন্তরীন যোগসূত্র ও নানা প্রাসঙ্গিক দিক গুলির অনুসন্ধান আজ জরুরী বিষয় হিসেবে উঠে আসছে। অধ্যাপক ডি.ডি.কোশাম্বীর মতে ভারতবর্ষে ভাষা-উপভাষার সংখ্যা বর্তমানে ৭৫৩ । উল্লেখ করা প্রয়োজন ইউনেস্কোর এক সাম্প্রতিক সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষের ১৯৮ টি ভাষা-উপভাষা আজ বিপন্ন। যার অন্যতম হলো কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষা। বলা যায় পৃথিবীর প্রাচীনতম এই দুটি ভাষা আজ অস্তিত্বের সংগ্রামে নিরত। কেবলমাত্র সিন্ধুর গবেষণার প্রয়োজনেই নয়, ভারতবর্ষের সভ্যতা সংস্কৃতির সঠিক মূল্যায়ন,বিকাশ ও সমৃদ্ধির স্বার্থেই কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষার প্রাচীন ও প্রত্ন বাক, আচার, বিশ্বাস,সংস্কার,অনুষ্ঠান,শ্রুতি,স্মৃতি ও চিহ্ন গুলি আজ সংগ্রহ, সংরক্ষন, তথা পঠন, পাঠন অত্যন্ত জরুরী।

আলোচ্য বিষয়টি আলোচনার পূর্বে সিন্ধু সভ্যতা সম্মন্ধে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। জানা যায় সিন্ধু সভ্যতা ছিল পুরোপুরি কৃষি ও কৃষি বাণিজ্য কেন্দ্রীক সভ্যতা। এর অর্থ নীতি,সমাজ ও সংস্কৃতির ভর কেন্দ্রটি গ্রামকেন্দ্রীক হলেও নগর থেকে বন্দরেও তা বিস্তৃত ছিল। সিন্ধু থেকে সুমেরের নদী উপত্যকা অঞ্চলেই যে, কোন এক সময়ে প্রকৃতিকে অতিক্রম করে মানুষের প্রথম উৎপাদনী আবিষ্কার কৃষি এবং মনের উৎপাদনী আবিষ্কার সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি বাণিজ্যের সূচনা ঘটেছিল এমনতর অনুমানের ভিত্তি রয়েছে। "এনসিয়েন্ট সোসাইটি"র লেখক লুইস হেনরি মর্গ্যানও প্রকারান্তরে তাঁর গ্রন্থে এই কথা সমর্থন করেছেন। তাঁর কথায়-"ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায়, ভারতে এবং এশিয়ার স্টেপ অঞ্চল সমূহে, পশুকে পোষ মানানোর ফলে এক নতুন ধরনের জীবন যাত্রা শুরু হয় ঃ প্যাস্টোরাল বা পশুচারনের জীবন"। অধ্যাপক জোনাথন মার্ক কেনোয়ার তাঁর "সিন্ধু ঐতিহ্যে সমাজও সংস্কৃতি" প্রবন্ধে বলেছেন, "খ্রীষ্টপূর্ব ১০,০০০ অব্দ নাগাদ প্লাসটোসিন যুগের শেষে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই জাতীয় অর্থনৈতিক রূপান্তর শুরু হয়েছিল - পশ্চিম এশিয়ার মিশরের উত্তরাংশ থেকে মেসোপটেমিয়া এবং আফগানিস্থান

থেকে সিন্ধু উপত্যকা পর্য্যন্ত। এই কৃষি কেন্দ্রীক সভ্যতা সংস্কৃতির স্রষ্ঠা এবং ধারক বাহক কারা তা আজও রহস্যে ঢাকা, ইতিহাসও এখানে নীরব।” মতভেদ থাকলেও পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভাষায় দমিল জাতির মানুষেরাই এই কৃতিত্বের অধিকারী। তাইতো আমরা দেখি অসুর,রাক্ষস,পনি,খেরোয়াড়,অহিদের উল্লেখ ও ইতিহাসের সূচনা এই ঘটনার সমসাময়িক। অসুর সভ্যতার কথা, আসিরীয়ার অসুর রাজ বনিপালের কথা তো আমরা সকলেই জানি। ঐতিহাসিকদের মতেও দ্রাবিড়দের আদিবাস সুমের, এলাম, ইরান অথবা ককেসাস পর্বত। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের বক্তব্যেও পাওয়া যায় তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। তাঁর কথায়-“বাবিরুষ অধিকার করেন কাশিয়গন। তাঁহাদিগের সর্বপ্রাচীন দেবতার নাম সূর্যস,পবন দেবতা, মরুওস,(মরুৎ) ইহারা আপনাদিগকে “খারি” নামে অভিহীত করিত। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে ‘খারি’ কি খেরোয়াল শব্দেরই আদিরূপ? মূল ধাতুরূপ খের বা খেড় থেকেই উক্ত শব্দের সৃষ্টি তা অনুমান করা যায়। অর্থ ধান্য উৎপাদনকারী কৃষক। ‘কাশিঅ’ শব্দটিরও বুৎপত্তি বিশ্লেষনে আমরা পেতে পারি কছুঅ,কছুআ, বা কাছিঅ শব্দ যার অর্থ হয় কাছিম অর্থাৎ কাছিম গোত্র ভূক্ত কুড়মি জনগোষ্ঠীকে। খারিদের মত খেরওয়াড়দের প্রধান দেবতা হলো সূর্য্য। সমগ্র ভারতবর্ষে আজও খেরোয়াড় ও কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষেরাই প্রধান কৃষি জীবি সম্প্রদায়। এরাই যে,কোন একদিন অতীতে কৃষির সূচনা করেছিল তার বহু নিদর্শন আজও এদের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বর্তমান। কুড়মি,সাঁওতালদের করম উৎসব তারই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, সমাজ বিজ্ঞানী এ.এল.বশম গৌরবময় স্তুতি করে বলেছেন-“ প্রাক-আর্য যুগে এ দেশে কৃষি-কার্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল এবং এর জন্য সারা বিশ্ব ভারতের কাছে ঋনী। ঐতরেয় আরন্যকে স্বীকার করা হয়েছে অনার্যরা পৃথিবীর সন্তান এবং শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে আর্যরা কৃষিকাজ জানত না। লাঙ্গল অশুদ্ধ তাই উচ্চবর্ণের লোকদের তা স্পর্শ করা উচিত নয় বলেও মনুর নির্দেশ ছিল। আজও তাই সারা ভারতবর্ষেই এই দক্ষ কৃষিজীবি জনগোষ্ঠীটি হল কুড়মি বা কুর্মী। বিভিন্ন রাজ্যে তারা কুটুম্বিন(অর্থশাস্ত্র) কুড়মি, কুরমি, কুরুম্বা, কুরুমান, কুড়ুবা, কুড়বি, কুনবি, কুলুম্বি, কানবি, কুলওয়াড়ি, কুলবি, কাপু, আলকুরুম্ব, ভেট্ট কুরুম্ব, কুরুবাস, মুল্লুকুরুম্বর, পালু কুরুম্ব, উরালু কুরুম্ব, জেনুকুরুম্ব,মালিস,মাহামালাসার,মালাইকুডি, মালের,মেলাকুডি ও আরও নানা অভিধা ও নামে পরিচিত। লক্ষ্য করার বিষয় মূল কুড়মি, কুরমি বা কুনবি শব্দগুলি ধান,চাল, শস্যবীজ বা কৃষক অর্থবহন করে। কুড়ম বা কুড়ুম শব্দটি ভিন্ন অর্থে কাছিম অর্থ বহন করলেও দ্রাবিড় ভাষা অনুসারে কুড়ু বা

কুরু মানে চাল এবং কুড়ব অর্থে ধানও হয়।

"According to the Anthropological survey of India the term kunbi is derived from 'kun' and 'bi' meaning people and seeds respectevely. The two terms mean those who germinate more seeds from one seeds.
Another etymologi states that kunbi is belived to have come from sanskrit 'kur' mean agriculture tillage, yet another etymology states that kunbi derives from kutumba(familly)."(http/trti.gujrat.gov.in/kunbi)

শষ্যবীজ থেকে অঙ্কুরোদগমের রহস্য উদ্ভাবনের কৃতিত্ব মেয়েদের এবং কৃষির সূচনাও মেয়েরা করেছিল এই মতটি নৃ-বিজ্ঞানীগন মেনে নিয়েছেন। ফ্রেজারের "গোল্ডেন বাও"গ্রন্থেও এর সমর্থন রয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় কুড়মালি সংস্কৃতিতেই সেই যুগান্তকারী ঘটনার স্মৃতি আজও বর্তমান এবং "জাউআ"(Germination) বা করম উৎসবের মধ্যেই তা আজও প্রতীকি অনুষ্ঠান হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। কৃষি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব যে কুড়মি সম্প্রদায় মানুষের করম উৎসব তারই জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এছাড়াও কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ অথার্ৎ হার(হর?) বা লাঙ্গল, জোয়াল, এবং বলিবর্দ বা ষাঁড়ের ব্যবহার মানব সভ্যতায় এদের আর এক অনন্য অবদান। সেই যুগান্তকারী ঘটনা ও নতুন সভ্যতার সূচনার স্মৃতি বহন করে চলেছে গো বন্দনা, গো বঁদা,বা সহরই বাঁদনা উৎসব। উপরে উল্লিখিত দুটি উৎসবই যে প্রাক্‌বৈদিক এবং সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক কালের তার বহু উল্লেখ ও নিদর্শন রয়েছে জাউআ,করম,বাঁদনা গীতে এবং বাঁদনা লোক পুরাণ কথায়। গীত গুলির মধ্যে কুরম নদী, কুড়ুম পাহাড়, সিন্ধু নদী, হরদিপি নগরী,সপ্তসিন্ধু,মালাদহ,মেলুহা, মালঞ্চা বা মালঙ্কা দেশের স্মৃতি ও অসংখ্যবার উল্লেখ এই কথাকেই সমর্থন করে। যেমন-

জাউআ গিত

কনেরে করম গসাঞ আনল নেউতি
কুরুম নেদিক ধারিঞ কনেরে করল খেতি।
তহরি বেনাউঅল খেতিঞ কুরুমেক পানি
ছউআ পুতা লেহি গসাঞ, করলে খেতি।

ভিনসার হেল মাহান, ডালালেই বাহারাই

চালা সভে ফুলালঢ়ে কুড়ুম পাহাড়ি।

বিহা গিত

কইসে আউলে পিআ সিনধ্ পারে গউ
অহে দেখি মর গাত দুর দুরাই গউ।
মাঞ তর রাখলাহি, নাউআ টঁকি ডারউআ
তর বিনু কাঁদই হরপন বাখরিআ।
তর মাঞে দেউঅত পাঁচন গহমা
হরপন জাউঅইতে পিআস মিটাউএ বিপতিআ।।

করম গিত

টু পা ভরল জাই, হড়পন আখড়াঞ
হামরা সভে পুজবউ, করম গসাঞ।।

করম গিত

হরদি নগরেঁ করম ভেল
চালা সখি দেখনে জাব
উঁচা চঢ়হিতে নিচা নাভহিতে
বিছিআ ত হেলাঞ ছকছুন।।

বাঁদনা গিত

অহিরে- কনহ পাহাড়ে কেরি কঁচি কঁচি বাঁস রে বাবু হউ
কনহ নগেরেকর ডমিন
সরু সরু বেতিআঞ সুপ বুনতউ হউ
সেহ সুপে গেইআকে চুমাই।
অহিরে- কুড়ম পাহাড়েকেরি কঁচি কঁচি বাঁস রে বাবু হউ
হড়দিপি নগরেক ডমিন
সরু সরু বেতিআঞ সুপ বুনতউ হউ
সেহ সুপে গেইআকে চুমাই।।

করম গিত

একা কসা গেলি
দুইঅ কসা গেলি
তিনি কসে হরদিপি নগর।।

জাউআ গিত

চাল ভরতি ফরই লউআ ডিঁগলা গউ
ভইআ মর লেগত সগড় মানে গউ।
বারিসে উথল জাই পাঁচ লদিক মুহাইন গউ
দেখি মর হিআ ডর দুখে।
কইসে পিআ ডেগবে পাঁচ লদিক মুহাইন গউ
কইসে পিআ পঁহচবঁ সাসুকে দেহরি।।
বারিসে উথল জাই পাঁচ লদিক মুহাইন গউ
দেখি মর হিআ ডর দুখে।
কইসে পিআ ডেগবে পাঁচ লদিক মুহাইন গউ
কইসে পিআ পঁহচবঁ সাসুকে দেহরি।।

অহিরা

হরদি নগরেঁ জে হাট বইসই রে বাবু হউ
ডমউআ ডারিআ বেচে জাই।

অথবা-

হরদি নগরেঁ গলা ঘার রে বাবু হউ

করম গিত

রাজউআকা বেটউআঞ করমগাড়ল জে
অহরে চালা রে জাউবঁ ঝালর ঝুমরি খেলাই।

অথবা-

কাঁহাহিঁ উপজল ঝালর গুআ গউ
কাঁহাহিঁ উপজল পান
মালাদহে উপজল ঝালর গুআ গউ
ঝারি ঘাটে উপজল পান

উল্লেখ করা যায় ঝালর হলো রাজস্থানের একটি জনপদের নাম যার নিকটেই রয়েছে সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থান কালিবঙ্গান ও পিলিবঙ্গা।

বাঁদনা গিত

অহিরে- কনে তকে জে মালিন বিহা না দেলউ
সাত সমুনদর লঁন্‌কা পাইর।

গিত

অহরে হরিনা মালাদহে পানিআ জে পিঅনা।

জাউআ

জাউআ তরে জনম মালিনিকা বেটিআ
অরে ডালা লেইএ ফুলা লঢ়ে জাই।

ঝুমুর

কাঁহা মালিন বাজে জড়া রে ধমসা
সুনা মালিনি গে, কাঁহা মালিন বাজেই করতাল।

জাউআ গিত

কন ঘাটে নাভইএ হাঁসা হাঁসিনি গউ
কন ঘাটে নাভইএ মালিনি সুঁদরি।

অহিরা

তিরিহুটু তিরিহুটু ঘঁখলে মালিনিআ
তিরিহুটু মালন্‌চ দেস।

অথবা-

জাগে কা পতিফল পাউবে গে মালিনি
পাঁচ পুতা দস ধেনুগাই।

অথবা-

মালন্‌চা দেসে ননদক বেটি রহি গেলাই গউ
অহে বেটি মইসিকে ডহরাই।

বাঁদনা

অহিরে- গেইআ বরদাঞ ভালা জুগতি করল রে বাবু হউ
চালে জাউবউ মালন্‌চা দেস
মালন্‌চা দেসে জাইএ ফুলাফরা খাতবউ
অহ দেসেঁ হেবই পতিপাল।

পাঁতা

দারুন আকালে দানাটেনা নেহি মিলে
চালা চালা ভউজি মালন্‌চা দেস গউ।

জাউআ গিত

তঁহি জে জাহিস সঞআ মালনচা দেস হউ
মর লাগি আনি দিহা খাড়ুআ সনদেস।

এছাড়াও কুড়মালি লোক কথায় মাইলান বুড়ি,মাইলান মসি বিভিন্ন জনজাতি যেমন- মালুহার,মাল,মাহলি,মাহাড়,মালয়ালি,মাউলি,মারিয়া,মুরিয়া,মারোয়াড়ি, দ্রমিল,মালয়ালম,মালদ্বীপ,তামিল,মালাবার,মালব মালভূমি ঝুমুর রেগ মলহরিয়া শব্দগুলি মেলুহা দেশের ইতিহাস,ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গেই জড়িত ও সম্পর্কিত বলে মনে হয়। রাজস্থানে "মালি" বলে একটি জাতি রয়েছে যাদের বৃত্তি হলো সব্জি চাষ। এতদ অঞ্চলেও কৃষি শ্রমিকদের বলা হয় মুইলা। গুজরাট রাজ্যের একটি বিস্তীর্ন তালুকের নাম মালিয়া। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবগাজনে শিবকে মেলুহা নামেই অভিহীত করা হয়। বাংলা দেশের বিস্তীর্ন অঞ্চলে মহিষাসুরের অপর নাম মেলুহা। সারা ভারত বর্ষে মেলুহারা আজও সেই আদিম পরিচয় অজ্ঞাত সারে বহন করে চলেছে। সিন্ধু দেশ ও তার অধিবাসীরাই যে মেলুহা তার ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। ৩২৬ খৃঃপূঃ আলেকজান্ডার মলয়দের জনপদ দেখেছিলেন। উল্লেখ থাকে মালব নামে দুর্ধর্ষ উপজাতির সঙ্গে আলেকজান্ডারের যুদ্ধ হয়। মালব উপজাতির কথা পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও পাওয়া যায়। এর সবগুলিই হলো ভাষা তত্বের আধারেই শব্দের বিবর্তন,বিকৃতি ও কালগত পরিণতি মাত্র। গীতে উল্লিখিত মালঞ্চা,মালঙ্কা, মালঞ্চ শব্দ গুলির ক্ষেত্রেও এই কথা সত্য। ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ঠ ভারত তত্ববিদ এ.এল. বশমের মতে সুমেরিয় লিপিতে মেলুক্ক দেশের কথা আছে। বিশিষ্ট নৃতাত্বিক ডঃ অতুলসুর তাঁর "সিন্ধু সভ্যতার স্বরুপ ও সমস্যা"গ্রন্থে বলেছেন, " মেলুহা নামের সঙ্গে "মলয়" শব্দের একটা ধ্বনীগত সাদৃশ্য রয়েছে এবং আলেকজান্ডার ৩২৬ খৃঃ পূঃ ভারত আক্রমনের সময় মলয়দের জনপদ পাঞ্জাবে দেখেছিলেন।" D.D. Kosambi বলেছেন,"The Indus region seems to have been called Meluha by the Mesopotamians."

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপিকা শিরিন রত্নাগর লিখেছেন-"মেসোপটেমিয়ার রাজারা অত্যন্ত গর্বিত কণ্ঠে তাঁদের জাহাজ ঘাটায় মেলুহাদের তরী এসে পৌঁছানোর সংবাদ ঘোষনা করতেন।" মেলুহা শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ডঃ রত্নাগর বলছেন-"মেসোপটেমিয়ার রাজকীয় উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হয়েছে মেলহীয় যারা কালো পাহাড় কিম্বা কালো দেশের বাসিন্দা তারা মেসোপটেমিয় মানুযজনের জন্য তাদের পন্য দ্রব্য আনতো। বিশেষ এক ধরনের নৌকা ছিল মেলুহাদের বৈচিত্রজ্ঞাপক,এমনকি ছোট ছোট দাগওয়ালা কুকুর এর উল্লেখ পাওয়া যায় যাদের বলা হচ্ছে মেলুহা জাতীয়।"... কালো দেশ তোমার বৃক্ষরাজি হোক সুউচ্চ... তোমার বৃষদল হয়ে উঠুক বিশাল আকৃতির। ... কিন্তু রঙ কেন কৃষ্ণবর্ন

সেটা জানা যায়নি। সহজতম ব্যাখ্যাটি হলো মানুষগুলো যেহেতু কালো চামড়ার।” মেলুহা শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের অভিমত-“এটা একটা সুমেরীয় শব্দ-সুমেরীয়রা এই শব্দ ব্যবহার করতেন তাঁদের সম্মন্ধেই যারা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে থাকতেন-ভারতবর্ষের সিন্ধু সভ্য জনজাতিরাই সুমেরীয়দের কাছে মেলুহা।....মেলুহা শব্দটিই প্রাচীন “ম্লেচ্ছ” শব্দটির ভাষাগত আধার।” অর্থাৎ ভাষাতত্বের আধারেই ‘হ’ বর্ণ-‘চ’বা ‘ছ’ বর্ণে রুপান্তরিত হয়েছে। বিখ্যাত লিপি বিশারদ আই.মহাদেবন হরপ্পার দুটি লিপি চিত্র উদ্ধার করে দেখিয়েছেন ‘হরপ্পার আদিবাসী জনজাতিরা নিজেদের “মিল-এচ” নামে অভিহীত করত।” (দেশ পত্রিকা, ১৩ জুন,২০১৩) অর্থাৎ মিল-হ বা মেলুহ।

ম্লেচ্ছ শব্দটির একটি ধারাবাহিক পরম্পরাও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন-মহাভারতের ম্লেচ্ছ জাতির ভাষা হিসেবে শব্দটি প্রযুক্ত। “ শ্রী কল্যাণরমন কা মাননা হ্যায় কি সিন্ধু লেখোঁ কা কাল মহাভারত কা কাল হ্যায় আউর সিন্ধু লেখ উস সময় কে খনিকোঁ কী ভাষা হ্যায়। মহাভারত মে উল্লেখ আতা হ্যায় কি বিদুর নে যুধিষ্ঠির কী সহায়তা করনে কে লিয়ে এক খনিক ভেজা জিসনে যুধিষ্টির সে ওস ম্লেচ্ছ ভাষা মে বার্তালাপ কিয়া জিসে যুধিষ্ঠির কে অতিরিক্ত আউর কই নেহি সমজপায়া।” আবার ভরতের নাট্য-শাস্ত্রে পৃথক ম্লেচ্ছ দেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন- দ্বিবিধা জাতি ভাষা চ প্রয়োগে সমুদাহৃতা
ম্লেচ্ছ দেশ প্রযুক্তা চ ভারত বর্ষ মাশ্রিতা।

অর্থাৎ নাট্য প্রয়োগে জাতি ভাষা দুই প্রকার বলে কথিত ঃ এই ভাষা ম্লেচ্ছ দেশে ও ভারতবর্ষে প্রচলিত।

স্বভাবতই বলা যায় প্রকৃত অর্থে সিন্ধুর অনার্য উপজাতি মানুষেরাই হলেন মেলুহা বা ম্লেচ্ছ। সংস্কৃতে তর ভাষাভাষিরাই ম্লেচ্ছ নামে পরিচিত হয়েছিল। রাশিয়ান ঐতিহাসিক গ্রিগোরি বেনগার্দ লেভিন তাই সঠিক ভাবেই বলেছেন-“অনার্য উপজাতিরাই ম্লেচ্ছ।” লেভিন আরও বলেছেন-“ঋগবেদে পুরু বংশের এক রাজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই বলে যে তিনি ‘ম্লেচ্ছ’ বা স্থানীয় অনার্য উপজাতি গুলিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বিজয়ী হয়েছিলেন।”এই ম্লেচ্ছ বা মেলুহা জনজাতি গুলির অন্যতম যে ছিল কুড়মি জাতির মানুযেরা তা মাহরাই গীতে সিন্ধু- সৌবির দেশের উল্লেখ ও বিবরন , কুড়মালি গীতে কুরুম নদী,কুড়ুম পাহাড়,হড়পন নগরী,হরদি বা হড়দিপি জনপদ এবং অসংখ্য গীতে মালক্কা,মালঞ্চা,মালঞ্চ দেশের উল্লেখ ও স্মৃতি

এই যুক্তির সত্যতাকেই প্রমাণিত করে। খৃঃপূঃ ১০০০-১৫০০ কালে ঋকবেদ রচিত হয়েছিল। ঋকবেদেও ক্রুমু নদী,হরযুপিয়া নগরী, গবাদি পশুর গায়ে ছাপ দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। হাজার বছর পরে বেদ সংকলিত হলেও যদি তার প্রামাণ্যতার বিষয়ে প্রশ্ন না উঠে তাহলে কুড়মালি ভাষার গীত,কথা,কাহিনী,লোকপুরান,শ্রুতি, স্মৃতি গুলির সত্যতার বিষয়ে প্রশ্ন কেন? গীতগুলির সামাজিক,সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক উপাদান যে আর্যপূর্ব-গীত গুলি সে কথায় প্রমাণিত করে। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতেও দ্রাবিড়দের আদিবাস ছিল সুমের, এলাম, ইরান অথবা ককেশাস পর্বত এবং এও বলা হয়েছে যে,সুমেরীয় ও সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্টিকারীরা সম্ভবত দ্রাবিড় ভাষাভাষি। সাঁওতাল পন্ডিতগনও তাদের আদিবাস হিসেবে পামীর,পিরেনিজ,আফাগানিস্থান, কান্দাহার,বেলুচিস্তান,হরপ্পা,মহেঞ্জদড়ো,কুরুক্ষেত্র নির্দ্ধারিন করেন। সাঁওতালি ভাষাও সংস্কৃতির বিশিষ্ঠ পন্ডিত ধীরেন বাস্কে তাঁর গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত ও প্রামান্য আলোচনা করেছেন। হয়তো এই কারনেই তুর্কী গ্রামারের সঙ্গে সাঁওতালি গ্রামারের এমন আশ্চর্য মিল। পরিমল হেমব্রমের ভাষায়-" তুর্কী গ্রামারের সঙ্গে সাঁওতালি গ্রামারের অদ্ভূত সামঞ্জস্য রয়েছে। এই আরারাত পাহাড়েই সাঁওতালদের পূরাণ বর্ণিত হারাতা পাহাড় হতে পারে। " সাঁওতালি ভাষাতে আরা বা হারা শব্দের অর্থ হল পাহাড়। কুড়মালি ভাষাতেও তাই। পাহাড় শব্দটির মধ্যে পা+হার বা হাড় শব্দেরই সংযুক্তি রয়েছে। কুড়মালি ভাষার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় আমরা পরে যাব।

সিন্ধু সভ্যতা কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল তা আজও বিতর্কিত ও অমিমাংসিত বিষয়। পুরাতাত্ত্বিক, নৃবিজ্ঞানী ঐতিহাসিকগণ, মূলতঃ যে কয়েকটি কারণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে থাকেন তার অন্যতম হলো বন্যা, খরা এবং বহিরাগত শত্রুর আক্রমন। কুড়মালি সংস্কৃতিতে আমরা 'হাড়পা বান' কথার উল্লেখ ও স্মৃতি, 'খিল না খেতে দেওরা বকলি না চরে'-এর মতো ভয়ঙ্কর প্রকৃতিক বিপর্যয়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর বহিঃ আক্রমনের কথা ঋকবেদের ছত্রে ছত্রে বিবৃত হয়েছে। ইন্দ্র তার প্রতিপক্ষ বহু জনগোষ্ঠীর মানুষদের যুদ্ধে পরাস্ত করেন তার বিস্তৃত বিবরন ঋকবেদে রয়েছে। প্রতিপক্ষ জাতি গুলি যেমন- বৃত্র, অহি,শুষ্ণ,নমুচি,শম্বর,উরন,কুযব,বর্চী, অর্বুদ,বঙ্গৃদ প্রভৃতি দনু পুত্র দিগের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়েছিল। লক্ষ্যনীয় বিষয় এদের সকলকেই দনু পুত্র বলা হয়েছে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষানুসারে দানিউ কথাটির অর্থ হয় ধান। তবে কি এই সকল জন গোষ্ঠীগুলির সকলেই কৃষক বা কৃষির সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে তারা সকলেই দনু পুত্র? উক্ত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে শম্বরদের সঙ্গে আমরা পরিচিত আজও তারা আমাদের প্রতিবেশী। ঋকবেদ অনুসারেই ইন্দ্র শম্বরদের ৯৯

টি পুরি ধ্বংস করেছিলেন এবং ৪/১৬/১৩ সুক্ত অনুসারে পঞ্চাশ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করেছিলেন। আবার শুষ্ণকে শৃঙ্গ যুক্ত বলা হয়েছে। শুষ্ণ কি কুড়মিদের কেড়োয়ার গোষ্ঠীর মানুষ? কেড়োয়ারদের টোটেম হলো কাড়া এবং শোনা যায় তারা বাড়ীর দরজার পাশে শিং বা শৃঙ্গ ঝুলিয়ে রাখত। বেদ অনুসারে ইন্দ্র শুষ্ণদের বিস্তীর্ন নগর ধ্বংস করেছিলেন। বঙ্গৃদ শব্দ বোঙা শব্দের সংস্কৃত রুপ হতে পারে। বোঙা হলে সাঁওতাল, মুন্ডা সহ হড় মানুষদের তা ইঙ্গিত করে। বৃত্র ও অহি সম্মন্ধে আমাদের জিঙ্গাসা। ঋকবেদেই বৃত্র ও অহি সম্মন্ধে বলা হয়েছে- "ইন্দ্র যিনি অহিকে বিনাশ করে সপ্ত সংখ্যক নদীকে প্রবাহিত করেছিলেন। আবার বঙ্গৃদ নামক শত্রুর শত শত নগর ভেদ করেছিলেন। ডঃ হংসনারায়ন ভট্টাচার্য ঋকবেদের১/১০৩/২ সুক্তের ব্যাখ্যায় বলেছেন-"বজ্র দ্বারা বৃত্রকে হত করিয়া বৃষ্টিজল বাহির করিয়াছেন, অহিকে হত করিয়াছেন, রৌহিনকে বিদারিত করিয়াছেন।" পরিস্কার বোঝা যায় বৃত্রাসুর বা বৃত্র অর্থে কোন অসুর নয়, নদী বাঁধ গুলিকে বোঝান হয়েছে। সপ্তসিন্দুর নদী বাঁধ বা সেচ বাঁধ গুলিকে ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। এই বাঁধগুলির নির্মাতা ছিল দনুর পুত্র অহি জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই। অহিগন এই বৃত্র ও নদীর উপত্যকা ও অববাহিকা অঞ্চলে কৃষি বা চাষআবাদ করত "রৌহিনকে বিদারিত করিয়াছেন" অর্থে তাই বোঝায়। কুড়মিদের 'রহিন' উৎসব সবুজেরই সূচনা উৎসব। হর বা হারা অর্থে সবুজ বোঝায়। হিরন বা হরইন এর বিপর্যয়িত রুপ হল রহিন। স্পষ্টতঃ বোঝা যায় ইন্দ্র এই বৃত্র বা বাঁধগুলিকে বিনষ্ট করে সিন্ধুর কৃষি অর্থ ব্যবস্থা ও অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছিলেন। বৃত্র কোন অসুর নয় নদী বাঁধ বিশেষ। বিড়+দর বিকৃত বা সংস্কৃত হয়ে শব্দটি বৃত্র হতে পারে। বিড়দর অর্থে কুড়মালি ভাষাতে জলের আশ্রয় বা জলাশয় বোঝায়। প্রখ্যাত দার্শনীক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্র কৃত্রিম নদী বাঁধগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন বলে স্বীকার করেছেন।

এখানে অহি কারা বা কোন জনগোষ্টীকে বলা হয়েছে? অহি শব্দের বিকৃত রুপ অহির বা আহির বা আভির হতে পারে। সিন্ধু সভ্যতা ও বেদ পরবর্তী কালের গোপালক ও কৃষিজীবি মানুষদের অন্যতম হলো আহির ও কুড়মি। অহি অর্থে নাগ বোঝালে তা সরাসরি কুড়মিদের নির্দেশ করে। অন্য পক্ষে কুড়মিরাও অহি,অহির বা আহির নামে পরিচিত ছিল এমন অনুমানের ভিত্তি রয়েছে। "According to the British historian Reginold Edward Enthoven Kurumbas are none other than the Ahirs of the south." (NET) আজও এরা নিজেদের 'অহি' রুপে সম্বোধন করে ও পরিচয় দেয় তার নিদর্শন

রয়েছে কুড়মালি গীতে। যেমন-

অহিরা গিত

অহিরে- কাঁহাহিঁ বরদা তহরি জনম রে বাবু হউ
কাঁহা ত হেলে পতিপাল?

ধানরপা গিত

কাঁহারে অহিরা কাঁহা অহিরাঞ বাঁসিআ বলাউএ
কাঁহারে বিমলাঞ কাঁহা বিমলাঞ কান অড়াউএ?
বিজু বনে রে অহিরাঞ, বিজু বনে গেইআ চরাউঅইএ
ডাঁড়ি ঘাটে বিমলাঞ,ডাঁড়ি ঘাটে কান অড়াউঅইএ।

অহিরা

খজা খজইতে আউলঁ, পঁছা পঁছইতে আউলঁ
কতি ধুরে অহিরাকা ঘার
অহিরাকা ঘারে ভালা তুলসি চঁউরা গউ
উপরে ত ঘুরেই হাঁসারাই।
অহিরে- জাগে মাঞ লছমি, জাগে মাঞ সিরমনি
জাগে ত গহালিকা গাই
আগু জাগাউলঁ অহিরা গাঁউএক গরাম গউ
তবে জাগাউঅব সিরিগাই।
জাগেকা পতিফল পাউবে গে মালিনি
পাঁচ পুতা দস ধেনু গাই।

কৃষক ও গোপালকদের অহি বা অহিরা সম্বোধন করা হত গীতগুলি থেকে তা প্রমাণিত হয়। তাদের বসতিপূর্ণ দেশটিও যে আহির ,আভির বা আহার নামে পরিচিত ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আহিরওয়াড়া ছিল আভির দেশ। মহাভারতের মতে রাজস্থানের যেখানে সরস্বতী অদৃশ্য হয় সেই স্থানেই ছিল আভির দেশ। অহিদের প্রাধান্য ও সংখ্যা গরীষ্ঠতার কারনে সমগ্র মেলুহা দেশটিই যে আহির দেশ নামেও কথিত হতো তারও উল্লেখ ও প্রমান রয়েছে সাঁওতালি গীতে। যেমন-

সাঁওতালি গীত

সাসাংবেড়ারে মানমি জাতি কো ইটিংক কেৎ
সিংদুয়ারতে ক পারম হেজ এন জারপি দিশম
দানমি মাউ পেসরে হার এন খান কো

বুরু লদম লদমতে এতির এন আহির দিশম।।

অহি,অসুর,দাস,দানবেরা যে সিন্ধুর অধিবাসী ছিল এবং তাদের সঙ্গেই ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়েছিল তথা ইন্দ্র সিন্ধু সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিলেন ঋকবেদের সুক্তগুলিতে সে কথায় বারবার বিবৃত হয়েছে।

সিন্ধুর ভাষা বিষয়টির আলোচনার সূচনাতে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয় যে বিষয়টি আজও বিবাদাস্পদ। সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত শেষ সিদ্ধান্ত বা মতামত প্রকাশ কখনই সম্ভব নয়। তবে পৃথিবীর তাবৎ ভাষাতত্ত্ববিদ ও লিপি বিশারদদের গবেষনায় এই পর্যন্ত যা উঠে এসেছে তাও উপেক্ষনীয় নয়। ভারতের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম জনগোষ্ঠী কুড়মি জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির নিরিখে তা পর্যবেক্ষন ও বিচারের আজ সময় এসেছে। ইতিহাস জাতির ভবিষ্যৎ এগিয়ে যাওয়ার মাইলস্টোন বা পথ নির্দেশিকা তা উপেক্ষিত হলে সভ্যতার গতি থেমে যাবে। যাই হোক পূর্বেই বলেছি পৃথিবীর অধিকাংশ পন্ডিতজনের মতে সুমেরীয় ও সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্টিকারীরা ছিলেন সম্ভবত দ্রাবিড় ভাষাভাষি।

পন্ডিত টি.বারো ও এম.বি. এমেনোর মতে সিন্ধুর ভাষা হলো আদি দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। সোভিয়েত ও ফিনল্যান্ডের গবেষকদের মতে ও সিন্ধুর ভাষা আদি দ্রাবিড়। (লেভিন) সিন্ধু সভ্যতার জনগোষ্ঠী ও ভাষা বৈচিত্রটির বিষয়ে মাধব এম.দেশপান্ডে তাই বলেছেন,-"মাইকেল উইজেলের মত পন্ডিত ব্যক্তি মত পোষন করে যে সিন্ধু অঞ্চল সম্ভবত বহুভাষি,বহুজাতি সমন্বিত একটি অঞ্চল ছিল যার মধ্যে দ্রাবিড়ীয়,প্রোটো এবং প্যারামুন্ডা ভাষা এবং অন্যান্য কতিপয় ভাষা বুরু শাস্কির মত পৃথক ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত।.......ঋগ্বেদে দ্রাবিড়ীয় শব্দের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় আনুমানিক ১২০০ অব্দ থেকে........সিন্ধু অঞ্চলেও বহু পূর্ব হতে দ্রাবিড়ীয় ভাষায় কথোপকথন হত।"

এছাড়াও পৃথিবীর বহু বিদগ্ধ পন্ডিতজন সিন্ধুর ভাষাকে আদি দ্রাবিড় বলেই অভিহীত করেছেন এবং এই পঞ্চনদ ভূমি সেখান থেকেই প্রাকৃতের বা আদি প্রাকৃতের উৎপত্তি বলে অনুমান করেছেন। কুড়মালি ভাষার সাধারন বৈশিষ্টটি এই আদি প্রাকৃতের সঙ্গেই সম্পর্কিত এবং কুড়মালি ভাষাকে আমরা দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের ভাষা বলেই মনে করি। অবশ্য কারও কারও মতে সিন্ধুর ভাষা ছিল মুন্ডা ভাষার অন্তর্ভূক্ত।

ডঃ বঙ্কবিহারী চক্রবর্তী বলেছেন-" সিন্ধু লিপি ব্রাহ্মীলিপির শিল্পরুপ,ভাষা প্রাকৃত এবং মুদ্রাগুলিতে আছে ব্যক্তি নাম। প্রশ্ন থেকে যায় এই দ্রাবিড়ীয় বা আদি প্রাকৃতের

স্বরুপটি কোন ভাষার মধ্যে আজও বিদ্যমান? ভাষাবিদগন কুড়মালিকে বাংলার উপভাষা,হিন্দীর উপভাষা,ওড়িয়ার উপভাষা কেউ কেউ বা ব্রজবুলি অবহট্ট, মাগধী প্রাকৃত,প্রাকৃত, সৌরশেনী প্রাকৃতের সঙ্গে কুড়মালি ভাষার সম্পর্ককে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের অভিমত কুড়মালি ভাষার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট বর্তমান যা দ্রাবিড়,প্রাকৃত, পালি,অস্ট্রিক ভাষা ছাড়িয়ে স্বতন্ত্র রয়েছে যাকে কেবলমাত্র আদি প্রাকৃতেই বলা উচিত, এবং যাকে সিন্ধুর ভাষা বলে অনুমান করেছেন পন্ডিতগন।

"হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে" গ্রন্থে অধ্যাপিকা শিরিন রত্নাগর সিন্ধু ভাষার বৈশিষ্ঠটির বিষয়ে বলেছেন,"সম্ভবত হরপ্পীয় ভাষা ছিল যৌগিক অর্থাৎ এমন একটি ভাষা যেখানে একটি মূল চিহ্নের শেষে প্রত্যয়, বিভক্তি, কারক চিহ্ন যুক্ত হতো। এই বিশিষ্টতা ঠিক ইন্দো আর্য ভাষার মতো নয়, বরং চারিত্রিক ভাবে এটি দ্রাবিড়ীয় ভাষা গোষ্ঠীর সঙ্গেই যুক্ত। আরেকটি তথ্য হলো ইন্দো-আর্যভাষার প্রথম পর্বের রচনা গুলিতে যেমন ঋকবেদে দ্রাবিড়ীয় ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রাচীন ইন্দো-আর্যরা দ্রাবিড় ভাষাভাষি মানুষজনের সংস্পর্শে এসেছিল এমন সূচনা মেলে। এই দুটি বিষয় একত্রিত করলে এমন কথা বলা যায় যে হরপ্পার মানুষজনের ভাষা ছিল সম্ভবত দ্রাবিড়ীয়। (লক্ষ্যনীয় যে,দক্ষিণ বালুচিস্তানের পাহাড়ে যে ভাষার প্রচলন সেটি একটি দ্রাবিড়ীয় ভাষা)।... হরপ্পীয় ভাষার গুনাগুন প্রকাশকারী বিশেষনটি বসে বিশেষ্যের আগেই। .....শুদ্ধ উচ্চারন নির্দেশক চিহ্ন ছিল।"

এই ভাষা বৈশিষ্টটির সঙ্গে কুড়মালি ভাষার মিল ও সাজুয্য বিশেষ ভাবেই লক্ষ্যনীয়। মূল চিহ্নের সঙ্গে যৌগিক ভাবে প্রত্যয়,বিভক্তির যোগ বা গুচ্ছ উচ্চারন নির্দেশক চিহ্ন অর্থে কুড়মালি ভাষার ক্রিয়াপদের সঙ্গে ২,৩,৪ বা ততোধিক বিভক্তি, প্রত্যয়,অব্যয় প্রয়োগের ইঙ্গিত? যেমন-" হিঁসকাউলাহথিন" ক্রিয়া। মূল ক্রিয়াপদটি হলো "হিঁসকন" তার সঙ্গে পিঠাপিঠিভাবে আউ+লাহ+ থিন গুচ্ছ বিভক্তির সংযোগে যৌগিক ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে। অনুরুপ-ফেভড়াউবথুন,ভিড়কাউএইসাহে, ইঁড়কাউরহথিক,লুজকতেরহতা,হিঁসকাউবেইন,পিদকলাহাত, খেঁচরাউঅইতেরহবেহে ইত্যাদি। কুঞ্জবিহারী গোস্বামীর কথাতেও রয়েছে এর সমর্থন-"দ্রাবিড় ভাষা সংযোগ মূলক এবং সুমের-বাসীদের ভাষাও সংযোগ মূলক।"

Another possible indication of Dravidian in the Indus texts is from structural analysis of the texts which suggests that the language underneath is possiby agglutinative, from the fact that sign groups often have the same initial signs but

different final signs: The number of these final signs range between 1 to 3. The final sign possibly represent grammatical suffixes that modify the word (represented by the initial signs). Each suffix would represent one specific modification, and the entire cluster of suffixes would therefore put the word through a series of modifications. This suffix system can be found in Dravidian, but not Indi-European. (http/ www.ancientscript.com/Indus html)

ড. মধুসুদন মিশ্রকে অনুসার সিন্ধু লিপি মেঁ 'গ' আউর 'ঘ' অক্ষর ক্রিয়াপদকে রূপ মেঁ মিলতে হ্যাঁ জিনমে সে 'গ' তো বর্তমান কা আউর 'ঘ' ভবিষ্যৎকাল কা সুচক হো সকতা হ্যায়।

ড. মিশ্রের গবেষণা অনুসারে সিন্ধুর ভাষার বর্তমানকালের ক্রিয়াপদে 'গ' এবং ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ায় 'ঘ'-এর ব্যাবহার হতো। ড. মিশ্রের মতামত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এটি দ্রাবিড় ভাষার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই দ্রাবিড় ভাষা পরিবারে ভাষা হিসেবে এই ভাষা রীতিটি আজও কুড়মালিতে প্রচলিত রয়েছে। তবে তা এই ভাষাতে 'গ' বা 'ঘ' রূপে নয় কেবল 'ক' রূপেই দৃষ্ট হয়। অবশ্যই ভাষাতত্ত্বের নিয়মেই বর্গান্তর ঘটেনি বর্নান্তর ঘটেছে মাত্র। অর্থাৎ গ বা ঘ লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়ে 'ক' তে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তা হওয়া ব্যাকরণ অসিদ্ধ নয়। আচার্য্য দীনেশ সেনের মতে এই 'অইক' বা 'ক' বিভক্তি ' দ্রাবিড় কু বিভক্তি থেকে বাংলায় এসেছে। চর্চায় এই রূপটি দেখা গেলেও আধুনিক বাংলায় এর প্রয়োগ নাই।'

বর্তমান রূপ

১। বরদগিলা ভিড়কেহেইক।

২। গাইগিলিন হঁড়কেহেইক।

ভবিষ্যৎ রূপ

১। অঘন মাসেঁ ধান কাটল চলতেইক।

২। নদুআঞ বিঁড়াগিলিন উভতাক।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও সিন্ধুর ভাযা বৈশিষ্ঠটির বিয়য়ে কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়-

"হিমবৎ সিন্ধু সৌবীরান যে হন্যে জনাঃ সমাশ্রিতাঃ।
উকার বহুলাং তেযু নিত্যং ভাযাৎ প্রযোজ্যয়েৎ।।"

অর্থাৎ হিমালয়,সিন্ধু ও সৌবির দেশে অন্য যে সকল লোক থাকে তাদের উ-কার বহুল ভাষা সর্বদা প্রযোজ্য। এটি কুড়মালি ভাষার বৈশিষ্টকেই ইঙ্গিত করে। কুড়মালির উ-কারান্ত ক্রিয়াপদগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যেমন-করতউ,খাতউ, যাতউ, লেগতউ, উভতউ ইত্যাদি। কুড়মালি ভাষাতে সন্ধি নেই ও যুক্তাক্ষর হয় না। দীর্ঘ ঊ-কার নেই, হ্রস্ব উ-কার উচ্চারনের ক্ষেত্রেও 'উকার' শব্দের শেষেই প্রযুক্ত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যদিও বর্তমানে কুড়মালি এর মূল চরিত্র থেকে অন্য ভাষার প্রভাব জনিত কারনে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। যেমন-লাদাউবথড -লাদাউবথু, সিরধউ-সিধু, সিনধউ-সিন্ধু ইত্যাদি।

নাট্যশাস্ত্রে ছন্দের বিশ্লেষনেও দেখা যায় এই গুলিতে অনেক ক্ষেত্রে সন্ধি নেই এবং বর্ণদ্বয়ের মধ্যে এমন ব্যবধান রয়েছে যা ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় না। কুড়মালি ভাষা ব্যাতিরেকে এই ভাষা বৈশিষ্টটি আর কোন ভারতীয় ভাষায় রক্ষিত হয়নি। আজও কিছুটা হলেও সিন্ধুর ভাষার বৈশিষ্ট গুলি কুড়মালির মধ্যেই সংরক্ষিত রয়েছে। খুবই অবাক হওয়ার বিষয় সেকালেও একটি বিশেষ ভাষা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে প্রাকৃত জন মানুষের মুখের ভাষা রুপেই বিরাজমান ছিল, এবং যাকে স্থানভেদে মাগধী, অবন্তী,প্রাচ্যা,সৌরশেনী, অর্ধমাগধী, বাল্হীক, দক্ষিনাত্যা প্রাকৃত নামে অভিহীত করা হয়েছে। যে গুলি থেকে পরবর্তীকালে আধূনিক ভারতীয় ভাবা গুলির জন্ম হয়েছে। এই সমস্ত ভাষার আদি রুপটিই হলো সিন্ধুর ভাষা এবং এই ভাষায় হল আজকের বহু ভাষার জননী স্বরুপা। আজকের ভাষা পন্ডিতগন যে ভাষা বিভাগ করেন তা যেমন বিবাদাস্পদ তেমনি হেঁয়ালিতে পূর্ণ। তাই সাঁওতালি ও সংস্কৃত দুটি সম্পূর্ণ পৃথক পরিবারের ভাষা হলেও ভারতবর্ষে মাত্র দুটি ভাষাতেই বচন তিনটি, যে ভাষা দুটি হল সাঁওতালি এবং সংস্কৃত। সংস্কৃত সংস্কার কৃত ভাষা। কুড়মালি ভাষাবিদ ডমন মাহাত-এর দাবী কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষার উপাদানগত সম্মিলনেই সংস্কৃত ভাষার জন্ম।

উদাহরন স্বরুপ তিনটি ভাষার কয়েকটি গভীর দিক আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন-আই.মহাদেবনের দাবী অনুসারে "মিল-এচ্" শব্দ। 'চ' একটি কর্তা উহ্য ও অব্যয় হিসেবে অদ্ভূত ব্যবহার দেখা যায়।

সংস্কৃত ব্যবহার-

অহ দুশ্চর লাঢ়ং অচারী বজ্জভূমিং চ সুব্বভূমিং চ (আচারাঙ্গসূক্ত)

সুখানি চ দুখানি চ চক্রবৎ পরিবর্তন্তে।

'বোধিসত্ত্ব শুভেঃ সর্ব্বৈজগৎ সুখিত মস্ত্ব চ"

সাঁওতালি— ঞেল্ সামটাউএহচ্
সাসা পাড়াওইচ্
ইঞ রামচাদঁ আমিচ্ হপন ঔডি গেচঞ কাংলা।

কুড়মালি- মাডচ্,লালচ (লালহা-'চ' 'হ' হয়ে যায়),থেপচ,ঢেঁকচ,ঢকচ,লাইলছা, কাইলছা,মইলছা ইত্যাদি।

'বিনাহ ঠেঁগেকেরি হরিনা রে"। উক্ত বাক্যে 'চ' রুপান্তরিত হয় 'হ' তে এবং শেষে 'হ' বিলুপ্ত হয় কর্তা উহ্য অব্যয় হিসেবে। আধূনিক রুপে দাঁড়ায় বিনা ঠেঁগেকের হরিনা রে"।

সাঁওতালি ও কুড়মালি ভাষার আরও কয়েকটি সাদৃশ্য এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয়। পাশাপাশি উদাহরন দিয়ে দেখানো হল-

সাঁওতালি- শায় সেরমাপুরাও দ মারাং কাথা দ বাং কানা।
কুড়মালি-অখরাই ত জাতা তঞ না জাঞ কেনে।
মঞ ত উ বাটে জাইঅ নিহি ।ইত্যাদি।

সাঁওতালি— সাধু রামচাঁদ দ ঔডি মারাং সেঃরেঞইচ্ তাঁহে কানা, জত লেকান সেরেঞ ক, রাহা ক, রু ক বাড়ায় কান তাঁহে কানা।

কুড়মালি গিত- খাইএক, পিএক সমই নাই,বড় ঘারেক বহুক বড়ি জালা। মাছেক মাঞেক পুতেক সক।

এত প্রসঙ্গের আলোচনা বা অবতারনার কারন আজ ভাষাবিদগন যে ভাষা বিভাগ করেছেন তা এক বাক্যেমেনে নেওয়া কঠিন এবং সিন্ধুর সময়কালে যে কুড়মালি এবং সাঁওতালির ভাষারুপ প্রায় এক ছিল তা প্রমাণ করা।

সম্ভবত এই কারনেই সুমের থেকে সিন্ধুর নদনদী,পাহাড়,ভূমি,জনপদ, গিরিপথ,গ্রাম,নগরের নামকরনগুলি হয় কুড়মালি না হয় সাঁওতালি। ব্যক্তি,স্থান, গ্রাম,নদী,পাহাড় নামকরন গুলি সেই অঞ্চলের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা, জনগোষ্ঠী ও ইতিহাসের পরিচয় জ্ঞাপক। সেই অঞ্চলের শাসক,শাসন,সংস্কৃতি,ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে নানা ঐতিহাসিক ঘটনারও স্মৃতি বহন করে। অধ্যাপক জোনাথন মার্ক কেনোয়ার সিন্ধুর স্থান নাম ও নামকরন গুলির বৈশিষ্ট সম্বন্ধে বলেছেন-"বিভিন্ন স্থান নামের ইতিহাস চর্চা ইঙ্গিত দেয় বৃহত্তর সিন্ধু উপত্যকায় একাধিক প্রাচীন ভাষাতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর উপস্থিতির বিষয়ে। উদাহরন স্বরুপ বলা চলে সিন্ধু ও বালুচিস্তানে আজকের দিনে মুন্ডারি ও দ্রাবিড়ীয় ভাষায় নদীর নাম পাওয়া যায়। স্থান বিশেষে এই নামকরনের নিহিতার্থ বোঝার জন্য ভবিষ্যতে স্থান নামের উপর গবেষনা হওয়া প্রয়োজন।"

সিন্ধুর ভাষা আজও আমাদের কাছে অজানা কিন্তু সিন্ধুর মানুষজনের দেওয়া স্থান,গ্রাম,নদী,পাহাড়ের নামকরন গুলিতে সিন্ধুর ভাষার নমুনা ও নিদর্শন কিছুটা পাওয়া যাবে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। আশ্চর্যের বিষয় সুমের থেকে সিন্ধুর নদী, পাহাড়,আদি স্থান ও জনপদগুলির নামকরন কুড়মালি এবং সাঁওতালি ভাষার ভাষাতত্ত্বের সঙ্গেই হুবহু মিলে যায়।

নদী ও পাহাড়

১) সিন্ধুঃ- সিনি+দ=সিনিদ+উ=সিন্ধু। কুড়মালি ভাষাতে যুক্তাক্ষর হয় না তাই মূল শব্দটি সিনিদ। সিনি অর্থে দেবী বা মাতৃকা। দ অর্থে জল, দহ বা দরিয়া অর্থে নদী। কুড়মালি ভাষার স্থান নামে "সিনি" শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করার মত। যেমন-দুআরসিনি,চাপাইসিনি,বড়াসিনি,দাসাইসিনি,সিন্দ্রি(সিনিদিরি বা সিনিদর), দউড়াসিনি।

২) ঘগ্ঘরঃ-ঘাঘ অর্থে গভীর। এই অঞ্চলে ঘাঘর নাম যুক্ত নদী ও গ্রাম নাম যেমন-ঘাঘরা(নদী),সানঘাঘরা(জলপ্রপাত),ঘাঘরি,ঘাঘরজুড়ি,ঘাঁঘরাগড়া,সিংঘাঘরা ইত্যাদি।

৩) সরস্বতীঃ-সর+সেতি়আ। সর অর্থে জল এবং সেতিআ অর্থে নদী,জোড় বা স্রোত। সর শব্দার্থ যুক্ত গ্রাম নাম-সিরকাডি,সেরখাডি,সিরকাবাইদ,সিরকাপ ইত্যাদি।

৪) ঝিলমঃ-ঝেইল+মঞ। অর্থাৎ দীর্ঘ নদী। অনুরুপ ঝেইল+দ-ঝেইলদা।

৫) আমুদরিয়াঃ-আম+দরিয়া। আম মানে জল বা রস অর্থাৎ জলের নদী। গ্রাম নাম-আমুরামু,আমরুহাঁসা,আমাগাঢ়া,আম্বাডি ইত্যাদি।

৬) সিরদরিয়াঃ-সির+দরিয়া। সির বা সিরি অর্থে শ্রেষ্ঠ বা বড়।

৭) হারাতা (পাহাড়)ঃ-হারা শব্দের অর্থ পাহাড়। গ্রাম নাম-হারতা,হারাত,হারাদা ইত্যাদি।

৮) বোলান নদীঃ-কুড়মালি উচ্চারন বুলান। যার অর্থ হয় জল প্রবাহের পথ বা স্রোত।

৯) বোলান গিরিপথঃ-কুড়মালিতে বুলা শব্দের অর্থ চলা। বুলান বা বোলান শব্দের অর্থ হয় চলার পথ বিশেষ।

১০) ঝোব নদীঃ-কুড়মালি উচ্চারন জভি বা জেবজেইবা। অর্থ হয় জল স্যাঁতস্যাঁতে নদী।

১১) হাব নদীঃ-কুড়মালি ভাষাতে 'বু' মানে জল। 'হাবু' অর্থে জল সিঞ্চন বা সেচ।

১২) হিন্দুকুশঃ-প্রাচীন নাম মাল্যবত পর্বত। দ্রাবিড় ভাষায় মাল বা মালাই শব্দের

অর্থ পাহাড়। মুলা গিরিখাত অর্থাৎ পাহাড়ী গিরিখাত।
আবেস্তার "হপ্তহিন্দু-ই" ঋকবেদের 'সপ্তসিন্ধব' এবং হরপ্পার সপ্তসিন্ধু। কুড়মালি গীতেও রয়েছে তার স্মৃতি।

গিত

বাপে মর বিহা দেল সাত সমুনদর পার
অগ,সমুনদর ভরল ছঅ মাস।।

সাত সমুনদরের বর্ণনা ও ছয় মাসে বর্ষ গণনা গীতটির প্রাচীনত্বকেই প্রমাণ করে।
১৩) বিপাশা-বিপাশা নদীর প্রাচীন নাম উরুঞ্জিরা। উল্লেখ থাকে এই সভ্যতার অন্য একটি পীঠস্থানের নাম হলো আঞ্জিরা। নামগুলি দ্রাবিড় ভাষার। দ্রাবিড় উরু শব্দের অর্থ গ্রাম,বসতি,আধার,আবাস। তামিল আরু শব্দের অর্থ হয় নদী। সুতরাং উরুঞ বা আরু হলে তার অর্থ দাঁড়ায় জলের নদী।
১৪) কারাকোরাম পাহাড়-কারা বা কাড়া শব্দের অর্থ কালো। কোরাম,কুরম,কুড়ম শব্দের অর্থ হয় কাছিম। অর্থাৎ কাছিমের আকৃতির কালো পাহাড় বিশেষ।

<u>স্থান নাম</u>

১) মহেঞ্জদরঃ- মাহান+জ+দর। মাহান অর্থে সমিপ্য অথবা মাহা বা বড় যে নদী।
২) হরপ্পা বা হড়প্পাঃ- হড়+রপ্পা। হড় অর্থে ধান, মানুষ এবং শিব। রপা অর্থে স্থাপন, বসতি। হর অর্থে শষ্য শ্যামলতাকেও বোঝায়। গ্রাম নাম- হাড়ুপ,হাড়মাড়ি,হড়বহ, হাড়ামজাঁগা,রপ,হাড়ামডি,রাজরাপ্পা ইত্যাদি।
৩) সরাইখোলাঃ- নামটি বিকৃত বা বর্ণ বিপর্যয়ের রুপ হওয়া উচিত সারইকলা। সারই অর্থে শাল বৃক্ষ এবং কলা অর্থে কুঁড়ি বা ছোট গাছ। অনুরুপ তক্ষশীলার প্রাচীন নাম গুলি হলো যথাক্রমে-ভিড়টিপি,সিরকাপ এবং সারইকলা। কুঁড়া,কঁড়ি, কলি,কলা,কুঁড়ি একটি শব্দেরই বিভিন্ন রুপ মাত্র যার অর্থ একি। পাঞ্জাবি ভাষাতেও কুঁড়ি,কুড়ি শব্দ রয়েছে যার অর্থ ছোট। 'সারই' এবং কলা' শব্দ সমন্বিত গ্রাম নাম এই অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়। যেমন-সারইকলা,ভুড়রুকলা,কুড়রুকলা,ঝুমরুকলা, সিজুকলা,বাইকলা,করইকলা,জরইকলা,ডুমইরকলা ইত্যাদি।
৪) কালিবোঙ্গা বা কালিবোঙ্গানঃ- কালি-কালি মাতৃকা বা দেবী। বোঙ্গা-অশরীরিআত্মা শক্তি বা দেবী। গ্রাম নাম-বোঙ্গাবাড়ী,বোঙ্গাদা,বাঁঙিদিরি, বাঁঙ্গোরা ইত্যাদি।
৫) পিলিবোঙ্গাঃ- গ্রাম নাম-পিরি,উত্থপিড়ি,জিনতুপিড়ি,পিড়িবোঙ্গা।
৬) গুমলাঃ- গুম শব্দের অর্থ ম্লান,ম্রিয়মান,নিস্তেজ। নামটি বর্ণ বিপর্যয়িত রুপ। প্রকৃত হবে গুম বেলা। বেলা অর্থে সূর্য। দ্রুত উচ্চারনজনিত কারনে 'বে' বর্ণটি

বিলুপ্ত হয়। অনুরুপ গ্রাম নাম-গুমলা,আতেবেলা,বেলগুমা,বেলমা,বেরমো ইত্যাদি।
৭) ডাবর কোটঃ- ডাবর শব্দের অর্থ জল জমে থাকা বা জলাভূমি। কুড়মালি ভাষাতে ডোবা বা ডভা শব্দ পাওয়া যায় যা সমার্থক। এই অঞ্চলে ডাবর শব্দ যুক্ত বহু গ্রাম নাম দেখা যায়। যেমন-ডাবর,ডাবর বাহল,ডাঙাডাবর,বাঘাডাবর,কামিন ডাবর, টুকরাডাবর,সালডাবর,কুকরুডাবর ইত্যাদি।
৮) কুল্লিঃ- অর্থ হয় গ্রামের মূল রাস্তা বা পথ। অনুরুপ গ্রাম নাম-ভাঁড়ারকুলি, বইসকুলি,বাসুকুলি,কচাকুলি,কুলিয়ানা ইত্যাদি।
৯) মান্ডাঃ- মান্ডার,মাঁড়ু।
১০) আমরিঃ- আম শব্দটির অর্থ হয় রস বা জল। সমার্থক গ্রাম নাম- আমাড়ি, আমডিহা,আমলিয়া,আমলাবাইদ,আমঝরনা,আমুরামু,আমাইনগর, অম্বিকানগর, আমাঘাটা,আমড়াবেড়া,আমরাহাঁসা,আমারু ইত্যাদি।
১১) বরাঃ- বরা কানালি,বরাবাজার,বড়াকডি,বড়াজুড়ি বোরো,বরাডি,বড়াসিনি, বড়াম,বড়াহিড়,বেড়া,বেড়ো ইত্যাদি।
১২) বরগাঁউনঃ- বড়গাঁ,বড়টাঁইড়,বড়জোড়া,বড়ডি,বড়কিটাঁইড,বড়তড়িয়া ইত্যাদি।
১৩) মিটাথাল/মাটিয়ালাঃ- মেট্যালা,মাটিয়াবাঁধি,রাঁগামাটি,রাঙ্গামেট্যা,কালিমাটি ইত্যাদি।
১৪) সবলদাঃ- বহালদা,ঝেইলদা,উলদা,বাগদা,পুড়দা,টিমাংদা,হুড়ুমদা,চইড়দা,চাকদা, উকাদা,বেড়াদা,রাহামদা,পাঁড়দ্দা,দঁড়দা,পানিয়াদা ইত্যাদি।
১৫) আমরাফলাঃ- আমলাবহাল,আমলাতড়া,আমলা বাইদ,আমলাডি,আমাঘাড়া, আমডি ইত্যাদি।
১৬) কানাসুতারিয়াঃ- সাতুরিয়া।
১৭) নেলবাজারঃ- লালবাজার।
১৮) করচাতঃ- কড়চা।
১৯) পোখরানঃ- পখইরা,জড়াপখইর,হেঁটপখইর ইত্যাদি।
২০) বাহাদারাবাদঃ- সিরকাবাদ,জামবাদ, ফুসড়াবাদ,ধানবাদ,অকড়বাইদ,আড়াবাইদ, পারবাইদ ইত্যাদি।
২১) নাগওয়াড়াঃ- নেগুড়িয়া,নাগড়াবড়াম,নাগপুর ইত্যাদি।
২২) ভূত বেনিয়ালঃ- ভূত শব্দটি সম্ভবত “ভাতুয়া’ শব্দের বিকৃত রুপ। ভাতুয়া শব্দের অর্থ কৃষি শ্রমিক অথবা যে খাবার বিনিময়ে কাজ করে। ‘বেরনভুতা’ শব্দেও উক্ত ভাতুয়া শব্দটি পাওয়া যায়। ‘ভুতি’ বা ‘ভাতুয়া’ শব্দগুলি অশোকের অনুশাসনে

মেলে। কুড়মালি ভাষার দৃষ্টিতে 'বেনিহাল' বা 'বেনিহার' শব্দের অর্থ হয় 'কামিন' যে ধান্য রোপন করে। বানিহাল নামে একটি গিরিপথেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।
২৩) ঝরকঃ- সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। জরক কথাটি আজও কুড়মালিতে হুবহু ব্যবহার রয়েছে। এর অর্থ জলাকীর্ণ,জলাশয়,জলসিক্ত ভূমি। গ্রাম- ঝরকা, জুরাডি,আগাঝোর ইত্যাদি।
২৪) সরগোডাঃ- সরগড়া,সরকডি,সিরকাবাইদ,সেরখাডি,সরবেড়িয়া ইত্যাদি।
২৫) মেহরগড়ঃ- ১৯৭৪ সালে আবিষ্কৃত হয়। গড় বা গাড় অর্থে গৃহ,দুর্গ বা সংরক্ষিত জায়গা বিশেষ। বর্তমান রুপ ঘার বা ঘর। মেহর কথাটি মেলুহ্ শব্দেরই বর্ণবিপর্যয় রুপ কিনা প্রশ্ন থেকে যায়। মেহরগড়ের মাটির পুতুল তৈরীর শিল্পরীতিটি আজও কুড়মালি সংস্কৃতিতে বেঁচে রয়েছে। (ছবিতে দ্রষ্টব্য) "He(Siva)eastablished his first camp at a place called Mehragarh deep in the western mountains of present day Meluha." (Amish Tripathi)

মোদ্দা কথা হল যে কোন অঞ্চলের প্রাচীন নাম গুলি ঐ অঞ্চলের আদি ভাষারুপটির পরিচয় ও ইতিহাসকে বহন করে। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু তার দাগ কখনোই সম্পূর্ণ মুছে যায় না। তাই আজও রয়েছে আমুদরিয়া, সিরদরিয়া নদী,হারাতা পাহাড়,কুরম ভ্যালি বা উপত্যকা,কুররম প্রদেশ,কুরম উপজাতি,কুরুম নদী নামগুলি।

সিন্ধুর ভাষার আলোচনায় আর একটি বিষয় প্রসঙ্গ বহির্ভূত হবে না বলেই মনে করি। ঐতিহাসিক,নৃতাত্বিক,সমাজতত্ব বিদগন প্রায় এই বিষয়ে সকলেই একমত যে কোন আদিম কালেই মানুষের একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী কোন বিশেষ স্থান থেকে সভ্যতার সূচনা করেছিল এবং সভ্যতার অভিযাত্রা দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছিল। এই বিষয়ে আলপীয় (অসুর) ও মেডিটোরিয়ান (দ্রাবিড়) দের ভূমিকা ও কৃতিত্ত্ব যে ছিল সবাব উপরে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যাবিলন,সুমের আক্কাদ,মেসোপটেমিয়া থেকে মেহরগড় সিন্ধু হয়ে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল মিশর,মেক্সিকো, ইনকা পেরু এবং তারও পূর্বে সমুদ্রপার হয়ে নিউজিল্যান্ড ও সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় এমন অনুমানেরও যথেষ্ঠ ভিত্তি রয়েছে। বলা হয় মিশর সভ্যতা নাকি ছিল বহিরাগত,ইস্টার দ্বীপের লিপির সঙ্গে সিন্ধু লিপির সাদৃশ্য প্রশ্নাতীত ভাবে প্রমানিত হয়েছে এবং নিউজিল্যান্ডে ও অস্টেলিয়ার 'মাওরি'আদিবাসীরা নাকি এখন থেকে ৩০ হাজার বছর পূর্বে ভারতীয় উপকূল থেকেই সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল। প্রশ্ন করা যেতেই পারে'মাওরি' শব্দটি মেলুহা বা মেলুহির কি বিকৃত রুপ? হয়ত এই কারনেই মাওরিদের ভাষার সঙ্গে মেলুহা

ভাষার সম্পর্কিটি আজও থেকে গেছে।

যেমন-মাওরিদের প্রধান খাদ্য চাল তারা বলে 'আরি'। কুড়মালি ভাষায় চালের একটি বিশেষ প্রকার হলো 'আরুয়া'। স্বভাবতই এও অনুমান করা হয় যে আদিমকালে মানুষের ভাষা ছিল একটি এবং সকল ভাষাই একটি প্রাচীন ভাষা থেকে উদ্গত যা বহু ভাষার জননী স্বরুপ। এই প্রসঙ্গে ওল্ড টেস্টামেন্টের উক্তিটি বিশেষ ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করে। সেখানে বলা হয়েছে-" বাবিলে ভাষা ভেদ। সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও এক রুপ কথা ছিল। পরে লোকেরা পূর্ব দিকে ভ্রমন করিতে করিতে শিনিয়র দেশে এক সমস্থল পাইয়া সেই স্থানে বসতি করিল। আর পরস্পর কহিল আইস আমরা ইস্টক নির্মান করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করি, পরে তাহারা কহিল,আইস আমরা আপনাদের নাম বিখ্যাত করি, পাছে সমস্ত ভূমন্ডলে ছিন্ন ভিন্ন হই। পরে মনুষ্য সন্তানেরা যে নগর ও উচ্চ গৃহ-নির্মান করিতেছিল,তাহা দেখিতে সদা প্রভু নামিয়া আসিলেন।

আর সদাপ্রভূ কহিলেন, দেখ তাহারা সকলে এক জাতি ও এক ভাষাভাষি, এখন এই কর্মে প্রবৃত্ত হইল, ইহার পরে যে কিছু করিতে সংকল্প করিবে, তাহা নিবৃত্ত হইবে না। আইস,আমরা নীচে গিয়ে সেই স্থানে তাহাদের ভাষার ভেদ জন্মাই যেন তাহারা এক জন অন্যের ভাষা বুঝিতে না পারে। আর সদা প্রভূ তথা হইতে সমস্ত ভূমন্ডলে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং তাহারা নগর পত্তন হইতে নিবৃত্ত হইল। এই জন্য সেই নগরের নাম বাবিল(ভেদ) থাকিল, কেন না সেই স্থানে সদা প্রভূ সমস্ত পৃথিবীর ভাষার ভেদ জন্মাইলেন এবং তথা হইতে সদাপ্রভূ তাহাদিগকে সমস্ত ভূমন্ডলে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন।" মূল আদি ভাষার রুপকল্পটি কল্পনা বিলাস এমন ভাবাও মুশকিল। সম্ভবত এই কারনেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ভাষার আজও এত মিল থেকে গেছে।

ব্যাবিলনীয় আসিরীয় ভাষায় কুঠার কে বলা হয়-

আসিরীয়-পিলাক্ক (Pilaqqu)

সংস্কৃত-পরশু

কুড়মালি- পাখরা।

কুড়মালিতে পাথরকে বলা হয় পাখড়। সম্ভবত আদিম অবস্থায় কুঠার বা অস্ত্র পাখড় থেকে তৈরী হতো বলে এর নাম থেকে গেছে পাখরা।

সুমেরীয় শব্দ-উলু।

কুড়মালিতে হয়-উলু বা উলউলা।

পারসিক - 'দেহ'-(গ্রাম)।
কুড়মালিতে-ডি,ডিহি,দেহরি। মিশরীয় সভ্যতাতেও 'ডি' শব্দ রয়েছে।
ব্যাবিলনীয় ফিনিসিয়- মন(পরিমান)
কুড়মালি-মন।
মাওরি-আরি(চাল)।
কুড়মালি-আরুয়া।
ইন্‌কা-রাও(রাজা)।
কুড়মালি-রাই,রইআ।
মেক্সিকোর মায়া সভ্যতার দেবীঃ- কুইলাজটলি/কোতলিকিউ
ফিনিসীয়ঃ- ক্যালমা
গ্রীক- কাল্লী
জিপসি- সারাকালী
স্পেনীস- ক্যালিফয়া
কুইলা,জটলি,কালি শব্দগুলি বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত তিনটি শব্দই কুড়মালির নিজস্ব শব্দ।
আবেস্তা- স্থান বা থান
কুড়মালি- থান,ঠাঁইন,ঠাঁউ
আবেস্তা- হপ্ত
কুড়মালি- হপ্ত,হপ্তা
আবেস্তা- ভক্ষ (Vaxya)
কুড়মালি- ভাকা,ভকুআ
স্লাভ- ভেতেরে(বাতাস)
কুড়মালি- ভেতেরে
লিথুয়ানিয়া- নেমুনা(নদী),শ্রোবতি,নর্বুদে।
কুড়মালি- যবুনা,সরসেতিয়া,নরমদা।
সংস্কৃত- সুর্প
কুড়মালি- সুপ,সুপলি।
ইংরেজী- Man,Human
কুড়মালি-মানমি, মানুস, হুমান, হুমানিয়া।
ইংরেজী - Look

কুড়মালি - হুলুক
ইংরেজী - Loose
কুড়মালি - লুঝকন,লুঝুক,লুঝরি
ইংরেজী - Plan
কুড়মালি - পইলান,পেলিআন
ইংরেজী - Near
কুড়মালি - নিঅর,নিআর,নিআরা,নিঅড়
ইংরেজী - Top
কুড়মালি - টপক
ইংরেজী - Cow
কুড়মালি - গউ
ইংরেজী - Short
কুড়মালি - সটক,সাঁকট
ইংরেজী - Nano
কুড়মালি- নুন্,নুনা
ইংরেজী - Cold
কুড়মালি - কাল্হা
ইংরেজী - The
কুড়মালি - টি,টা(নির্দেশক প্রত্যয়)
ইংরেজী - It
কুড়মালি - ইটি,ইটা
ইংরেজী - Is
কুড়মালি - ইঅ,ইহ
ইংরেজী - Given
কুড়মালি - দেউঅন,খাডঅন
ইংরেজী - You can go
কুড়মালি - তঞ জাঞ কেনে।
ইংরেজী- Musical Instrument
কুড়মালি - সুরেকের সামান।

ইতিহাসের আর্য্য সমস্যা ও ভারতবর্ষ" গ্রন্থে মুক্তিমিত্র বলেছেন,"তুর্কীয়

বোঘাসকই অঞ্চলে হিট্টি সাম্রাজ্যের সরকারী দলিলপত্র পাওয়া যায়। সেই দলিলে যে সব সংখ্যা বাচক শব্দ পাওয়া যায় তা নিঃস ে হে ভারতীয়-এইক,তেরা,পঞ্চা, সত্তা-এক,তিন,পাঁচ,সাত ইত্যাদি।”আমরা পাশাপাশি দেখে নেবো এই সংখ্যা বাচক শব্দ গুলির পারস্পরিক সাদৃশ্য।

হিট্টি	কুড়মালি	ইংরেজী
এইক	একক,একেন,অনা,এড়ি	An,A
	দুকক,দুয়েন,দড়ি(দনা),দহরা	Two
তেরা	তেহড়া,তিরি,তে,তি,তিকক, টেনা/তেনা	Three
	চাইল,চারা,চউ	Four
পঞ্চা	পাঁচেন,পঞ্চা,চম্পা,মাচা	Five
	ছয়েন, ছই, ছ	Six
সত্তা/হপ্ত	সাতেন,হাপ্তা	Seven

কুড়মালি ভাষার প্রাচীনত্ব নিঃসন্দেহে প্রমানিত হয় হাজার হাজার বছর পূর্বে এই শব্দগুলি একই কোন মূল ভাষার শব্দ রুপ থেকেই সৃষ্ট এমন অনুমান করা যায় । দাঁড়ি বা Vertical line দিয়ে এক গননা কুড়মালিতে , সিন্ধুলিপিতে, মিশর লিপিতে ইংরেজীতে ও রোমান লিপিতে একই। পেরুর ইনকা সভ্যতায় গিঁট দিয়ে সংখ্যা নির্নয়ের রীতি ছিল যা আজও কুড়মালি সংস্কৃতিরও একটি রীতি ।অবশ্য এই রীতিটি আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে।

আর একটি বিশিষ্ট শব্দ হলো‘আন’।যার মান্যতা,প্রয়োগ বীধি,আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য সিন্ধু থেকে সুমের হয়ে আজকের কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতিতে সততঃ বহমান। ‘আন’ শব্দের অর্থ লিঙ্গ বা শিব। সংখ্যা গননার শুরুতেই An বা অনা বাচক শব্দ এবং এক অঙ্কন রীতিটি লিঙ্গ(এন্ড)বা শিবকেই নির্দেশ করে। অধ্যাপক রেভারেন্ড হেরাস মহেঞ্জদড়োবাসীর ধর্ম সম্মন্ধে বলেছেন,“ প্রধান উপাস্য দেবতাকে“আন (An) বলা হইত। লেখ সমূহে ‘আন’ কে জীবন (Life), একত্ব (Oneness),মহত্ব(Greatness), পালন(Protection), সর্বজ্ঞত্ব(Omniscience),ঔদার্য(Benevolence),সংহাব (Destruction),ও সৃষ্ঠির (Generation) কর্তা বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মহেঞ্জদড়োতে

ত্রিনেত্রযুক্ত দেবতার পূজোর উল্লেখ আছে। বর্তমান দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত এন্‌মৈ (Enamai), বিডুকন (Bidukan), পরান(Paran) তান্ডবন প্রভৃতি শিবের নাম নাকি ঐ যুগে "আন" এরই নাম ছিল।" গভীর ভাবে অনুধাবন ও লক্ষ্যনীয় বিষয় আজও কুড়মালি ভাষাতে এঁড়,এন্ড,এন্টা বা আন্টা মানে লিঙ্গ এবং কুড়মিরা শিবকে আজও মূর্ত্তিতে নয়,লিঙ্গ রূপেই পূজা ও আরাধনা করে। শিব কুড়মিদের প্রধান দেবতা এবং তার স্বরুপ হলো জীবন,একত্ব,মহত্ব,পালন,সর্বজ্ঞত্ব,ঔদার্য,সংহার ও সৃষ্টির দেবতা রূপে। তিনি বোম স্বরুপ চরাচরে ব্যাপ্ত। তিনি আদিপুরুষ বুঢ়াবাপ। সুমেরীয় লোক পুরাণ অনুসারেও এই আকাশ বা স্বর্গ-ই হলো দেবতা আন আর পৃথিবী হল দেবী 'কি'। তাদের মিলনে সৃষ্টি হল বায়ুদেবতা এন্‌হিল।"

'আফ্রিকার আমাজুলু আদিবাসীদের বিশ্বাসে "আনকুলুকুলু" হল পৃথিবীর প্রথম মানুষ। ...তিনি পৃথিবীর বুকে এক গুচ্ছ নলখাগড়া মধ্য থেকে জন্মেছেন।" এছাড়াও জানা যায় সুমেরিয় ৩০০০ অব্দ উরুকে প্রাচীনতম মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ যার দেবতা হলেন অনু (Anu) ও ইনান্না (Inanna)।

"ভারত পরিক্রমা" গ্রন্থে ক্ষিতিমোহন সেন উল্লেখ করেছেন,"মকরানের পশ্চিম দিকে" নানা দেবীর মন্দির ও নানা স্থানে নানা রুপ শিবলিঙ্গ আছে। কুরর্‌ম প্রদেশের শ্বেতগিরিতে পর্বতের উপর রয়েছে শিবশক্তিক্ষেত্র।"

লক্ষ্যনীয় বিষয় স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম হরপ্পা লিপিতে "লছমিয়" শব্দটি পড়তে পেরেছেন বলে দাবী করেছেন। লছমিয়র কুড়মালি অন্য নাম হলো অন্ বা আন্না। যে দেবী আজও ভারতবর্ষে বহুল ভাবে শস্যরূপে পূজিতা। কানিংহামের দাবী সম্ভবত সত্য। শব্দ দুটি কুড়মালিতে আজও বহু ভাবে ব্যবহৃত হয়। 'ইনান্না' বা 'নানা' দেবীই হলেন দেবী লছমিয়,এবং শব্দদুটি 'অন' শব্দজাত।

কুড়মালি অহিরা গীতে রয়েছে-

জাগে মাঞ লছমি, জাগে মাঞ ভগবতি
জাগে ত গহালিকা গাই।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন হতেই পারে-দ্রাবিড় ভাষা পৃথিবির প্রাচীনতম ভাষা গুলির অন্যতম সন্দেহ নাই কিন্তু দ্রাবিড় পরিবারের স্বীকৃত ও বিশিষ্ট ভাষাগুলির থেকে কুড়মালির দাবী অধিক কেন? প্রথমত,দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসমূদায় হলো কুড়মি। তাই তাদের ব্যবহৃত ভাষা রুপটিকেই আমরা সিন্ধুর ভাষার মূল ও প্রামাণ্য স্রোত হিসেবে মনে করতে পারি। ভাষার আদিম রুপ তার গঠন রীতি ও বিবর্তনের রুপরেখাটি সম্মন্ধে ধারনা থাকা তাই অত্যন্ত জরুরী। আদিম

ভাষার লক্ষন হিসেবে লুইস হেনরি মর্গান তাঁর “এনসিয়েন্ট সোসাইটি” গ্রন্থে যা বলেছেন তা বিবেচনার দাবী রাখে। তিনি বলেছেন-“লুক্রেসিয়াসের মতে অঙ্গভঙ্গি এবং ইঙ্গিত ইশারা রুপান্তরিত হয়েছে ভাষায়, যেমন পরে চিন্তা ভাবনা রুপান্তরিত হয়েছে বক্তব্যে। এক অক্ষর যুক্ত শব্দ থেকে ক্রমশঃ পদের সৃষ্টি হয়েছে,পরে তা পূর্ণ বাক্যে পরিণত হয়েছে।” আজও কুড়মালি ভাষাকে ঠার ভাষা বলা হয়। কেউ কোন কথা বললেই “ঠারে ঠুরে বুঝাই দিহিন-ন” বলে উপদেশ দিতে শোনা যায়। অর্থাৎ ‘ঠার’ বা আকার ইঙ্গিতে বোঝানোর রীতি এখনো এই ভাষাতে প্রচলিত। বাক রুপের সঙ্গে হাত,আঙ্গুল,চোখ,মাথা নেড়ে বলা কুড়মালি ভাষার বাক ভঙ্গিমা বা রীতি। আর এক অক্ষর যুক্ত শব্দ কুড়মালি ভাষাতে যত রয়েছে বাংলা বা ইংরাজী কোন ভাষাতেই তা নেই। কুড়মালি ভাষাবিদ ভগবান দাস মাহাত-এর মতে ২৬ টি অক্ষরের মধ্যে ইংরেজীতে মাত্র তিনটি A,I,O এবং কুড়মালি বর্ণমালায়-অ,ই, উ, ক,খ,গ,ঘ,চ,ছ,জ,ঝ,ট,ঠ,ড,ঢ,ত,থ,দ,ধ,ন,প,ফ,ব,ভ,ম,র,ল,স,হ বর্ণে একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দ রয়েছে। এছাড়াও নৃ-বিঙ্গানী ও ভাষাতত্ববিদগন শব্দানুকৃতি ও দৃশ্যানুকৃতি আদিভাষা ও আদি শব্দের প্রথম সূত্র বলে দাবী করেন। এটিও কুড়মালির মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়।

যেমন- ভে+হড়া= ভেড়া
গরা+হড়ু= গরু
খুক্+হড়ি= খুখড়ি
হু+হড়া= হুআড়া(শৃগাল)
খেঁক+শিআল= খেঁকশিয়াল
কউ+আ= কাউআ(কাক)
কালো+হড়া= কাড়া

অনুরুপ চিড়িক চিড়িক করে তাই চিড়রা বা চিড়ু। ফেউ ফেউ করে তাই নাম হয়েছে ফেউড়া ইত্যাদি।

হরপ্পার গবেষনায় ক্রমশই আমরা একটি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চলেছি। প্রশ্নটি হলো হরপ্পা বা হড়প্পা কি হড় সভ্যতা? কারন বিখ্যাত রাশিয়ান নৃতাত্বিক স্টার্ভ ও Hrosny সিন্ধু সভ্যতায় হাড়ি জাতির অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছেন। নানা কারনেই এর সত্যতা সম্বন্ধে কৌতুহলের উদ্রেক ঘটে। আমাদের অনুমান সামগ্রিক ভাবে হড়প্পা হলো খেরোয়াড় সভ্যতা। অর্থাৎ খের বা খড় মানে ধান চাষ যে হড় বা মানুষরা করতেন তারাই খেরোয়াড়। এই খেরোয়াড় জনগোষ্ঠীর

অন্যতম অংশিদার হলো কুড়মি এবং সাঁওতাল । এরা ছিল হর বা হড় (শিশ্নদেবা) বা যোনীলিঙ্গের উপাসক। Great Mother বা মহামায়া এদের অন্যতম দেবী। কুড়মিরা বলেন মাহামাঞ। খের বা খেড় অর্থে ধান এবং হড় অর্থে মানুষ। এদের জাতি পরিচয়ে সকলের সঙ্গেই হড় শব্দটি যুক্ত। যেমন-হোরো,হো,হড়,হাড়ি,বিরহড়, কেসরিহড়, বানুহড়,গুলিহড় ইত্যাদি।

সিন্ধু সভ্যতার কাল পর্যন্ত এই খেরোয়াড় সমাজ সঙ্গবদ্ধ ও ঐক্যে অটুট ছিল কিন্তু সিন্ধু ধ্বংসের পর তারা ক্রমশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও ভারত বর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। পন্ডিত কোলায়াম হাড়াম কথিত ও Screfsurd লিখিত "হড় হপন রেন মারে হাপড়াম কো রেয়া কাথা" গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়-"চম্পা ধাবিচ আলে আর মুন্ডাকো,বিরহড়কো,কুঁড়বিঁকো এ্যামানতেন কো খারওয়ার এ্ঃতুম তেলে বিকাউঃ ক কান তাঁহে কানা....।" কিন্তু সিন্ধু সভ্যতায় তারা আপন আপন বৃত্তি ও পেশা নিয়ে একটি সম্মিলীত সুসংবদ্ধ সমাজ ও অর্থনৈতিক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল এমন প্রমান রয়েছে গ্রীকঐতিহাসিক হেরোডোটাসের বিবরনে। পরিমল হেমব্রম তাঁর 'সাঁওতালদের ইতিহাস সন্ধানে' গ্রন্থে এর উল্লেখ করে লিখেছেন-"গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের বিবরনে সিন্ধু ও বালুচিস্তানের প্রাচীন অধিবাসীদের তিন শ্রেনীতে ভাগ করেছিলেন।......মজুর ও কৃষক লোকদের বলা হত 'কোল'। কুটির শিল্পীদের সান্তাল আর দেশী কারবারি শ্রেনীকে বলা হত দ্রাবিড়।"

এই হড় বা খেরোয়াড় সভ্যতা যেমন উন্নতির চরম শীর্ষে পৌঁছেছিল তেমনি প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপি বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। সম্ভবত এই কারনেই এর ভাষা,ধর্ম,সংস্কৃতির চিহ্নগুলি আজও ছড়িয়ে রয়োছে ইরাক, ইরান,আফগানিস্থানের অন্ত প্রত্যন্ত সীমা পর্যন্ত। ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর "ভারত- পরিক্রমা"গ্রন্থে তারই বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত সুন্দর ভাবে। তিনি লিখেছেন - " আফগানিস্থানের কুর্‌রম প্রদেশের শ্বেত গিরিতে পর্বতের উপর শিব শক্তি ক্ষেত্র আছে। দরদে কুর্দভূমিতে, পারস্যে মেসেপটেমিয়াম ও নাকি বহু শক্তি ও নাগ ক্ষেত্র আছে। নানা স্থানে লিঙ্গ শিলাও আছে।.....মক্কাকেও শৈব সাধুরা শিবস্থান মনে করেন।" স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠে,আবেস্তার "আহুরমাজদা" কি হর শব্দ এরই ইরানীয় ভায্য ? আরবী 'অল'বা 'অললহ',আলি, সুফিদের আনা-ল হক (আন, অল) শব্দটিকে ভেঙ্গে দিলে আমরা ধাতু রুপে 'হর' শব্দটিকেই পাই।

পূর্বেই বলেছি স্টার্ভ ও Hrosny হরপ্পা সভ্যতায় 'হড়' বা'হাড়ি' শব্দটির উপস্থিতি ও তাৎপর্য্যপূর্ন প্রয়োগ লক্ষ্য করেছেন। কুড়মালি ও সাঁওতালি ভাষা ও

সংস্কৃতিতেও হড়' শব্দটির গুরুত্ব,উপস্থিতি ও তাৎপর্য হরপ্পার স্মৃতিকেই ইঙ্গিত করে। যেমন-

হড়-মানুষ, ধান
হাডু-বানর
হাড়িক-কুকুর
হেড়া-ছাগল
ভে-হড়া-ভেড়া/মেষ
হ-গরু
হো-মানুষ
হাইর-কাড়া/মহিষ
হারা-পাহাড়
কুম+হড়=কুমহার
জলহরি-পুকুর
পেনহরি-জল আনতে যাওয়া নারী।

এছাড়াও হাড়পাবান,হাড়পামুইড়া(গালি),হারামি, হরিবোল, হরিৎক্ষেত্র, হেরিহর, হারাসজ্জি(Herb,herbal), হরচিজ(All),হিরণ্যগর্ভ,হরিয়াল, হরিৎ(সূর্যের অশ্ব) সবই হব বা হড় শব্দ জাত।

সিন্ধু সভ্যতা ছিল সংস্কৃতির লালনভূমি। এর যেমন ভাষা ছিল তেমনি ছিল নিজস্ব লিপি ও লিখন পদ্ধতি এবং অসামান্য ধর্ম ও সাংস্কৃতিক চেতনা। সিন্ধু ভাষার আধার হলো সিন্ধু লিপি এবং এই লিপি গুলির আধার হলো সিন্ধুর সিল মোহর গুলি। সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিতে শত শত সীলমোহর পাওয়া গেছে যার সংখ্যা দুই সহস্রের কম নয়। লিপির সঙ্গে সীলমোহর গুলিতে রয়েছে পশু, পাখি, বৃক্ষ ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের চিত্র,সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান,গরুকে নিয়ে শোভাযাত্রা,শিকারের চিত্র ইত্যাদি। নৃতত্ববিদগন পশু পাখি বৃক্ষকে জনগোষ্ঠীগুলির গোষ্ঠী চিহ্ন বা টোটেম প্রতীক বলেই অনুমান করেছেন। বৃক্ষদেবতার পূজা,পশুবলি, মৃদঙ্গ বাদনসহ সমবেত নৃত্য, গরুকে নিয়ে শোভাযাত্রা আজও কুড়মি সহ আদিবাসী সমাজেই প্রচলিত রয়েছে। যাঁড় ও পিপল বৃক্ষের পূজা ও কুড়মিদের ধর্মীয় আচরনের অঙ্গ। সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক জি.এল. পসেল বৎসরান্তে সিন্ধুবাসীরা স্নান উৎসব পালন করত এমন অনুমান করেছেন। কুড়মিদের মকর বা টুসু উৎসবের সঙ্গেই যা তুলনীয়। সিন্ধুলিপির আলোচনায় পন্ডিতগন সুমেরীয় কিউনিফর্ম লিপির

সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ন মিল খুঁজে পেয়েছেন। পরবর্তী কালের ব্রাহ্মীলিপিতে ও এর ছায়া লক্ষ্য করা যায়। তাৎপর্যপূর্ন বিষয় হলো, সিন্ধুর ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির সঙ্গে এর লিপি আজও এরা বিস্মৃত হয়নি-হরপ্পার বহু লিপি কুড়মি ও সাঁওতালেরা সাংস্কৃতিক চিহ্ন হিসেবে নানাভাবে আজও ব্যবহার করে থাকে। যদিও এই লিপি গুলির সঠিক পাঠ বা অর্থ আজ আর তাদের কাছে পরিস্কার নয়। ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার করেন প্রিন্সেপ। মিশর লিপি পাঠোদ্ধার করেন শাঁপোলিও(Champolion)। মেসোপটেমিয়া ও পারস্যের কীলকাক্ষরের(Cuniform) লিপির পাঠোদ্ধার করেন রলিনসন (Rawlinson)। সিন্ধু লিপি পাঠোদ্ধার কে করবেন এ আজ লাখ টাকার প্রশ্ন। সিন্ধু লিপি পাঠের দাবী করেছেন অনেকেই কিন্তু সে দাবী সর্বজন স্বীকৃতি পায়নি। এর উৎস ও ক্ষেত্র সমীক্ষার স্থান গুলি আজ বিশেষ ভাবে তাই বিবেচনার দাবী রাখে। কুড়মি এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ আজও তাদের ঘরের চৌকাঠ,দেওয়াল চিত্র,খদা বা উল্কি,বঁশদাগ, খঁড়,(ধর্মীয় আচার),ধানের পাড়ন,গরুর গায়ে ছাপে এই চিহ্ন বা লিপি গুলি ব্যবহার করে থাকে।

সাঁওতালি বঁশ দাগ
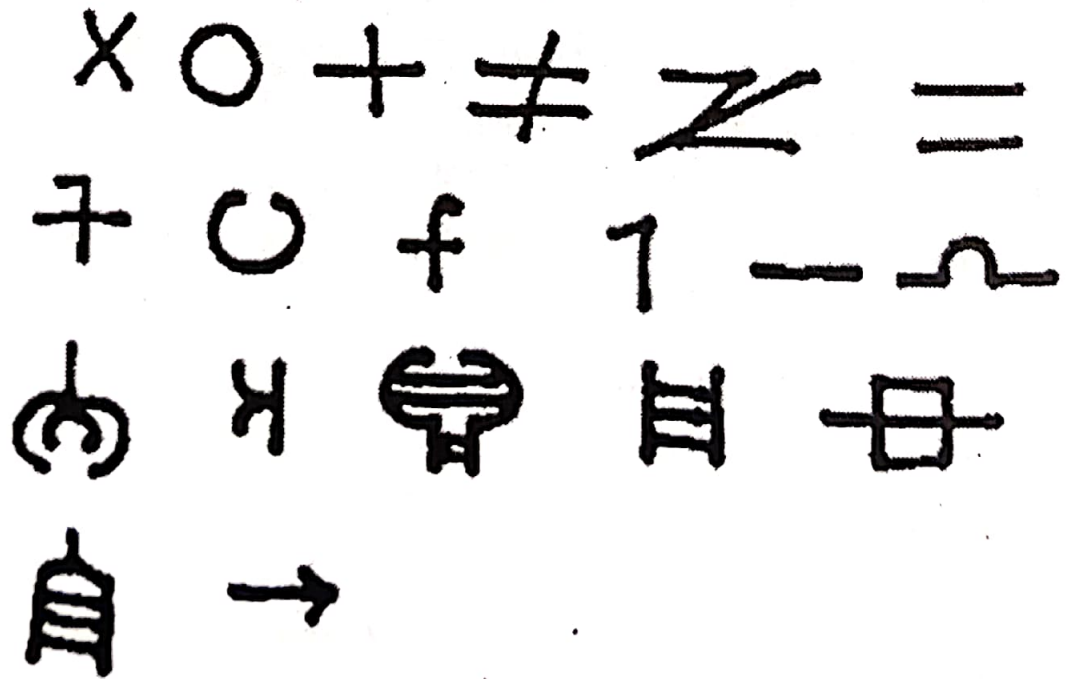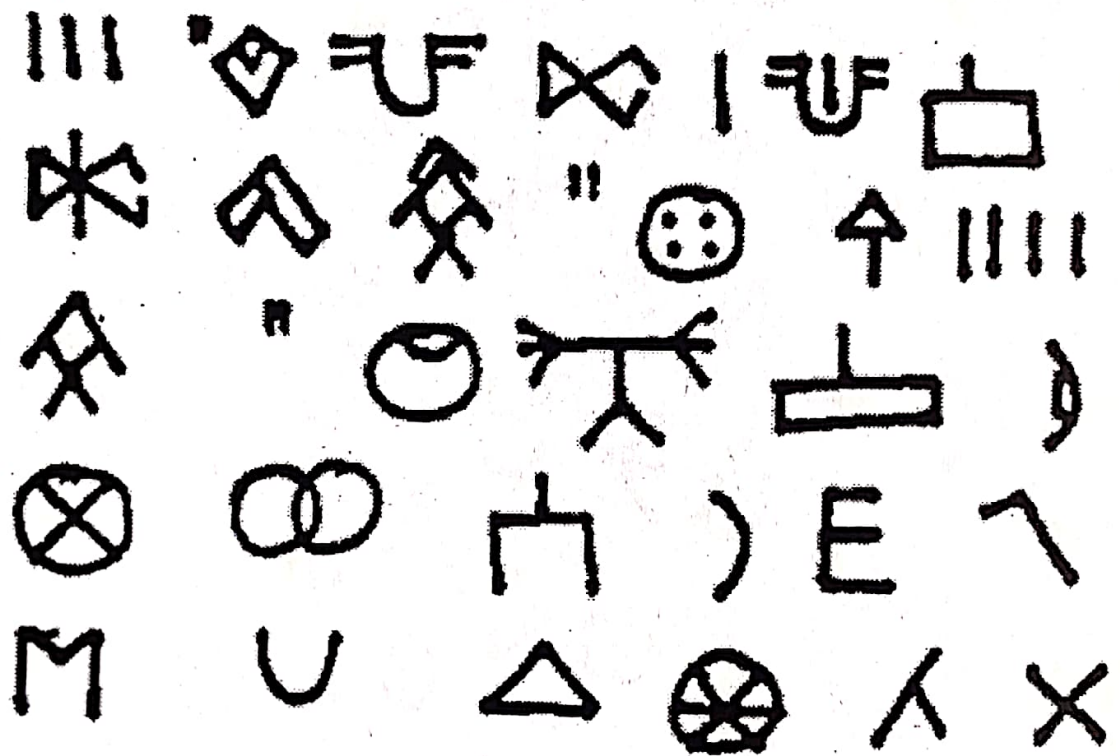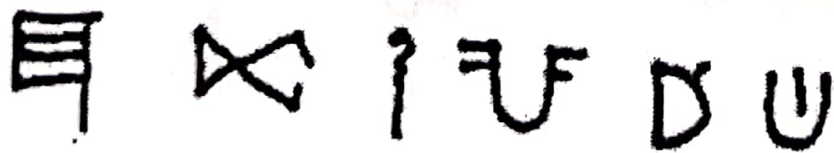
কুড়মি বংশ দাগ

মহেঞ্জদড়ো লিপি

লোথাল

রোজদি

গ্রীক লিপি

প্রাচীন ল্যাটিন লিপি

ব্রাহ্মী

এট্রুস্কন লিপি

ফিনিসীয় লিপি

এই প্রসঙ্গে স্মরন করতে হয় সারা পৃথিবী ব্যাপি শতশত পন্ডিত গবেষক, নৃতত্ত্ববিদ,লিপিতত্ত্ববিদ সিন্ধু লিপির গবেষনায় আজও নিরত।সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ রাশিয়া সরকার সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধারের নিমিত্ত একটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছেন। সবই আশার কথা সিন্ধুলিপি তবুও অধরা । অধরা হলেও আমরা G.L.Possehl-এর সিদ্ধান্তকে সতত সম্মান জানাই-

"It would be wrong to imply that the Indus civilization was a failure from its beginning. The new ideology that these peoples brought forth made them highly successful for 600 years and spread over a vast expanse of the subcontinent.The Indus peoples built and maintained great urban centers , conducted maritime trade with the gulf and mesopotamia and probably reached Africa.They were Economically prosperous for there time.They enjoyed the art of writing,were successful technological innovators on a huge scale,and their iconography was integreated into the intercultural style of the middle Asian interaction spare. These all that us of a well-oiled socio-cultural system that had created great social harmony in human relationships and with the environment."

লিপিগুলির পরিচিতি আজ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত লিপিগুলির সঠিক তাৎপর্য ধোঁয়াশায় থেকে যাবে। লিপি আজ না বললেও কুড়মালি বাঁদনা গীত কিন্তু অন্য কথা বলে। পরিস্কার জানান দেয় আমরাই হলাম মেলুহা এবং মেলুহা বা মালঞ্চ দেশে আমরাই একদিন ঘর বেঁধে ছিলাম।

গিত

অহিরে- বারে জে বারে বাগাল বারুন করহঁরে বাবু হউ
এহে ছেউরে না চালাইহা গাই
ধান খাউআবে বাগাল মড়ুআ টুগাউবে রে
বহুত করবে অরান।।
অহিরে- বারে জে বারে মালিন বারুন করহঁ গে বাবু হউ
এহে ছেউরে লেগবঁ গাই

ধান খাউআউবঁ মালিন মডুআ টুঁগাউবঁ গে
জতেক লাগতি কেলেস।
অহিরে- বারে জে বারে বাগাল লাইগ না বাঢ়াইহা রে বাবু হউ
মর হাঁথে গজড়া পিতর
ঝুঁটিহিঁ ধরবঁ মুঠিহিঁ মারবঁ
মারবঁ গজড়া পিতর।।
অহিরে- বারে জে বারে মালিন লাইগ ত বাঢ়াউঅবঁ রে বাবু হউ
মর গঠে আহে লিল সাঁড়
টেঁগেহিঁ টারতউ সিঁঘেহিঁ মারতউ
লেইএ জাতউ তিরি হুটু দেস।
অহিরে- তিরিহুটু তিরিহুটু ঘঁখলে বাগাইলা রে বাবু হউ
তিরিহুটু কেইসন দেস?
কনে জে আহউ বাগাল সেহ না দেসে হউ
কনে উহাঁ বাঁধল দেস?
অহিরে- তিরিহুটু তিরিহুটু ঘঁখলে মালিনিআ রে বাবু হউ
তিরিহুটু মালন্‌চ দেস
মাটিকর ঘরনা, ঝাঁটিকর ঘড়না
বুঢ়াবাপে বাঁধল দেস।
তঁহে মঁহে বাঁধল দেস।।

সহযোগী গ্রন্থ

১) The Indus civilization- G.L. Possehl.
২) ভারতবর্ষঃ ঐতিহাসিক সূচনা ও আর্য ধারনা- রোমিলা থাপার, জোনাথন মার্ক কেনোয়ার, মাধব এম. দেশপান্ডে,শিরীন রত্নাগর।
৩) হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে- শিরীন রত্নাগর।
৪) ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি- ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত।
৫) ভারতবর্ষের ইতিহাস- গ্রিগোরি বোনগার্ড লেভিন।
৬)The Cultural and Civilization of Ancient India- D.D. Kossambi.
৭) Indian Epigraphical Glossary- D.C. Sirkar.
৮) সিন্ধু লিপি মোটেই অবোধ্য নয়(প্রবন্ধ)- অধ্যাপক বঙ্ক বিহারী চক্রবর্তী। স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা-১৪০০।
৯) সিন্ধু সভ্যতার স্বরুপ ও সমস্যা- ডঃ অতুল সুর।
১০) প্রাগ-ঐতিহাসিক ভারত- ঐ।
১১) ঋগ্বেদ সংহিতা- হরফ প্রকাশনী।
১২) প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা- রাম ঘোষ।
১৩) সাঁওতালদের ইতিহাস সন্ধানে- পরিমল হেমব্রম।
১৪) ভারত পরিক্রমা- ক্ষিতিমোহন সেন।
১৫) প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস- রামশরন শর্মা।
১৬) বঙ্গ দর্পন- সম্পাদনা ডঃ পবিত্র সরকার।
১৭) বুদ্ধ ও বৌদ্ধ- বারিদ বরন ঘোষ।
১৮) ইতিহাসে আর্য্য সমস্যা ও ভারতবর্ষ- মুক্তি মিত্র।
১৯) প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত- অমর জ্যোতি মুখোপাধ্যায়।
২০) বাঙ্গালীর ইতিহাস- নীহার রঞ্জন রায়।
২১) মেহরগড় হরপ্পা সভ্যতার গ্রামীন পটভূমি- সত্য সৌরভ জানা।
২২) ভারত ইতিহাসের সন্ধানে- দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
২৩) লোক পূরান ও লোক-সংস্কৃতি- ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত।
২৪) The Immortals of Meluha- Amish Tripathi.
২৫) লোক কথার ঐতিহ্য- দিব্যজ্যোতি মজুমদার।

২৬) পৃথিবীর অধ্যাত্ম সাধনা ও ভারত- নিগুঢ়ানন্দ।
২৭) প্রাগ-ঐতিহাসিক ভাষা কুড়মালি- ক্ষুদিরাম মাহাত।

সহযোগী ব্যাক্তি

ডমন মাহাত (চাড়রাড়ি,সিংভূম), ড. এইচ. এন. সিং, নগেন পুনুরিআর (টিমাংদা), সন্তোষ সরেন, গোমস্তা প্রসাদ সরেন (বান্দোয়ান), শক্তিপদ মাহাত (চিটিডি),শশাঙ্ক মাহাত (গাড়াফুসড়ো), অধ্যাপক অনাদি নাথ মাহাত, রামলাল মাহাত (পাঁড়কা)।

মূলকি কুড়মালি ভাখি বাঁইচি